সত্যজিৎ রায়
গোয়েন্দা ফেলুদার রহস্য অ্যাডভেঞ্চার
গ্যাংটকে গণ্ডগোল
আনন্দ
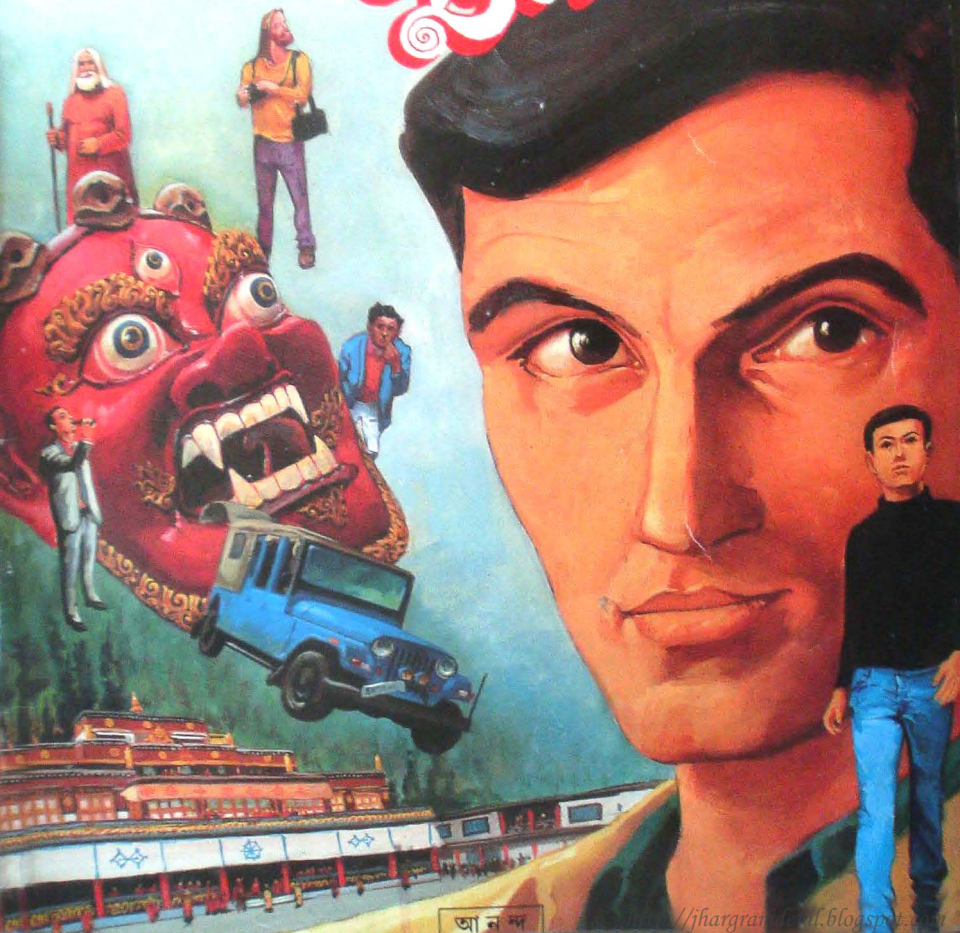
গ্যাংটকে গণ্ডগোল
কাহিনী: সত্যজিৎ রায় ছবি: অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়
GANGTOK 10 KM
আমার মন বলছে এবার তাকে খুঁজে পাব....
?!
TIBET
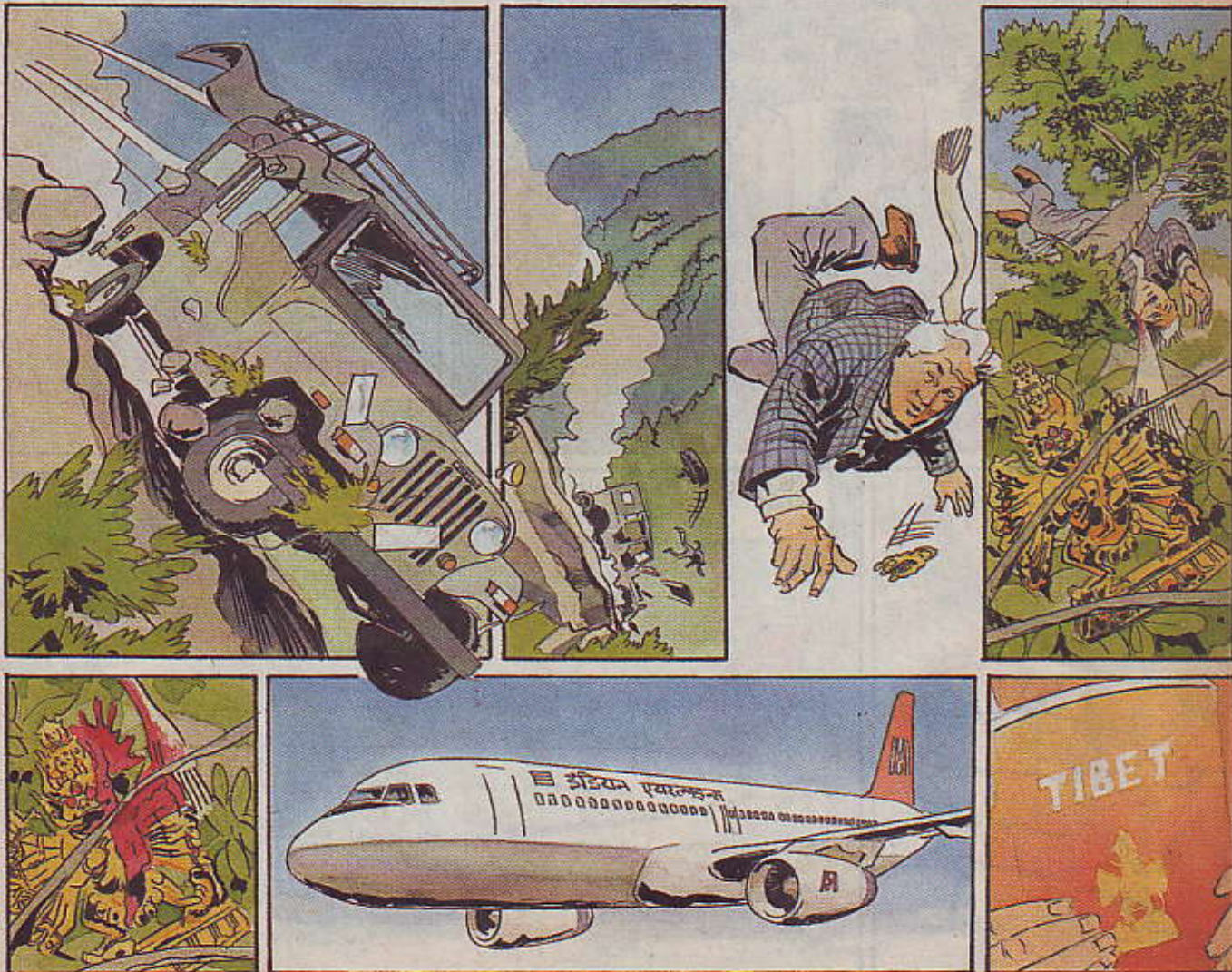
যে বেটে খায়, সে-তুলনায় শরীরে তেমন চর্বি জমেনি এখনও।
আর কী বুঝলে ?

ভদ্রলোকের প্লেনে চড়া অভ্যেস আছে... এয়ার পকেটে পড়াতে আমরা সকলেই একটু নড়েচড়ে উঠেছিলাম... উনি কাগজ থেকে চোখটি পর্যন্ত তুললেন না।
লোকটা কোন দেশি বল তো ?

উনি পরে আছেন স্যুট, হাতে ইংরিজি কাগজ – কী করে বুঝব ? বাঙালি, মরাঠি, গুজরাতি, পঞ্জাবি...
ডান হাতে কী রয়েছে ?

কাগজ ?... দাঁড়াও.. মা... বাঙালি।

PLEASE FASTEN YOUR SAFETY-BELTS AND EXTINGUISH YOUR CIGARETTES ....
Indian Airlines

এখান থেকে গ্যাংটক যেতে ত প্রায় ছ'ঘন্টা।
রাস্তা খারাপ থাকলে আরও বেশি লাগতে পারে। তবে আজ চোদ্দই এপ্রিল, মনে হয় এখনও তেমন বর্ষা নামেনি।

আপনারা কি জ্যাং না ক্যাং না গ্যাং?
প্লেনের সেই লোকটা!
গ্যাং।

জিপের ব্যবস্থা আছে? মানে সোজা কথা আপনাদের সঙ্গে শেয়ারে লটকে পড়তে পারি কি?
স্বচ্ছন্দে।

থ্যাঙ্ক ইউ। আমার নাম শশধর বোস। কী ব্যাপার? হলিডে?
তা ছাড়া আর কী?।

আই লাভ গ্যাংটক। আগে গেছেন কখনও? কোথায় উঠছেন?
এই প্রথম। ঘর বুক আছে। হোটেল স্নো ভিউ।

গ্যাংটকের নাড়িনক্ষত্র আমার জানা। শুধু গ্যাংটক কেন, সারা সিকিমে চষে বেড়িয়েছি। গ্লোরিয়াস! যেমন দৃশ্য তেমনই শান্তি। পাহাড় চান পাহাড়। অর্কিড চান অর্কিড। রোদ, বৃষ্টি। মিস্ট— সব পাবেন।

তিস্তা, রঙ্গিত — নদীগুলোর তুলনা নেই। তবে গন্ডগোল হল রাস্তা নিয়ে -রেডস বুঝেছেন।

যাচ্ছেন যাচ্ছেন, হঠাৎ দেখলেন সামনের রাস্তা বন্ধ। ধসে গেছে।... তাও আর্মি আছে বলে রক্ষে! চটপট সারিয়ে নেয়।

আসলে এদিকের পাহাড়গুলো যাকে বলে গ্রোইং মাউন্টেনস। তাই একটু অস্থির আর কাঁচা। ইয়াং বয়েসে যা হয় আর কি — হে হে।

এখান থেকে গ্যাংটক যেতে ত প্রায় ছ'ঘন্টা।
রাস্তা খারাপ থাকলে আরও বেশি লাগতে পারে। তবে আজ চোদ্দই এপ্রিল, মনে হয় এখনও তেমন বর্ষা নামেনি।

আপনারা কি ড্যাং না ক্যাং না গ্যাং?
প্লেনের সেই লোকটা!
গ্যাং।

জিপের ব্যবস্থা আছে? মানে সোজা কথা আপনাদের সঙ্গে শেয়ারে লটকে পড়তে পারি কি?
স্বচ্ছন্দে।

থ্যাঙ্ক ইউ। আমার নাম শশধর বোস। কী ব্যাপার? হলিডে?
তা ছাড়া আর কী?।

আই লাভ গ্যাংটক। আগে গেছেন কখনও? কোথায় উঠছেন?
এই প্রথম। ঘর বুক আছে। হোটেল স্নো ভিউ।

গ্যাংটকের নাড়িনক্ষত্র আমার জানা। শুধু গ্যাংটক কেন, সারা সিকিমে চষে বেড়িয়েছি। গ্লোরিয়াস! যেমন দৃশ্য তেমনই শান্তি। পাহাড় চান পাহাড়। অর্কিড চান অর্কিড। রোদ, বৃষ্টি। মিস্ট — সব পাবেন।

তিস্তা, রঙ্গিত — নদীগুলোর তুলনা নেই। তবে গণ্ডগোল হল রাস্তা নিয়ে — বুঝেছেন।

যাচ্ছেন যাচ্ছেন, হঠাৎ দেখলেন সামনের রাস্তা বন্ধ। ধসে গেছে।... তাও আর্মি আছে বলে রক্ষে! চটপট সারিয়ে নেয়।

আসলে এদিকের পাহাড়গুলো যাকে বলে গ্রোইং মাউন্টেনস। তাই একটু অস্থির আর কাঁচা। ইয়াং বয়েসে যা হয় আর কি — হে হে।

যাক, আপনাদের পেয়ে খুব আনন্দ হল, সুবিধেও হল, কম্পানি পেলে গপ্পটপ্প করে সময়টা কেটে যাবে।
আপনিও কি চেঞ্জে যাচ্ছেন?

আরে না মশাই। যাচ্ছি কাজে। অ্যারোম্যাটিক প্লান্টস জানেন?
পারফিউমারির ব্যবসা?

ঠিক ধরেছেন। কেমিক্যাল ফার্ম। তার অনেক কাজের একটা হচ্ছে এসেন্স তৈরি করা।

সিকিমে অনেক প্রয়োজনীয় গাছ আছে। আমার পার্টনার আগেই গেছেন – দিন সাতেক হল। ওঁর বটানিতে ডিগ্রি আছে। আমিও যেতাম। শেষটায় এক ভাগ্নের বিয়ের ব্যাপারে ঘাটশিলা যেতে হল। কাল রাত্রেই কলকাতা ফিরেছি।

আপনার কোম্পানিটা কোথায়?
বম্বে, কোম্পানি বিশ বছরের, আমি জয়েন করেছি বছর সাতেক। এস এস কেমিক্যালস। শিবকুমার শেলভাঙ্কার — ওর নামেই নাম।

রোদ বলে বেশ গরম লাগছে।
তিস্তাবাজার। কোক খাবেন?

আসুন
থ্যাঙ্কস।
Coca-Cola

গ্যাংটকে আশা করি কোল্ড ড্রিঙ্কস খেয়ে শরীর ঠাণ্ডা রাখতে হবে না।
পাঁচ হাজার ফুট হাইট। এখানকার চেয়ে ঠাণ্ডা হবে।

কোনও অ্যাক্সিডেন্ট নিয়ে আলোচনা করছে...

গ্যাংটকে দিন সাতেক আগে বেশ বৃষ্টি হয়েছে, তার ফলে পাথর গড়িয়ে একটা জিপের ওপর পড়ে একজন লোক মারা গেছে।

যে মরেছে তার নামধাম কিছু জানা গেছে?
সেটা ঠিক বলতে পারব না।

একেই বলে নিয়তি। লোকটার নেহাতই মরণ ছিল, না হলে একটা চলন্ত গাড়ির ওপর পাথর এসে পড়া - এ ঘটনা সচরাচর ঘটে না।

ওয়ান চান্স ইন এ মিলিয়ন।

দৃষ্টিটা পাহাড়ের গায়ে রাখবেন। আর কানটা খোলা রাখবেন। সাবধানের মার নেই মশাই।

এবার বেশ ঠান্ডা লাগছে।
গরম জামাগুলো চাপিয়ে নিলে ত হয়।

গ্যাংটক।

পাঁচ ঘন্টাও লাগল না।

এই যে আপনাদের স্নো-ভিউ।

এ সব জায়গায় জানেন ত, চান কি না চান, চারবেলা অন্তত একবার করে দেখা না হয়ে যায় না।
আপাতত আপনি ছাড়া কাউকেই চিনি না। বিকেলে একবার ডাক-বাংলোর দিকটায় ঢুঁ মেরে আসব।
HOTEL SNOW VIEW

বহুত আচ্ছা।

হোটেল স্নো ভিউ... যা কুয়াশা স্নো ভিউ বোধহয়...
দাঁড়া... সবে তো এলাম। বলছে ত, জানলা দিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়।

সিকিমে তো তিব্বতের অনেক কিছুই এসে জমা হয়েছে, না ফেলুদা?
হ্যাঁ, সে ত নিশ্চয়ই। সিকিমের রাজা তিব্বতি, সিকিমের গুম্ফা গুলোতে তিব্বতি লামাদের দেখা যায়, সিকিমের অনেক গ্রামে তিব্বতি রিফিউজিরা এসে রয়েছে।

তিব্বতের গান, তিব্বতের খাবার, তিব্বতের পোশাক। মুখোশপরা নাচ - সবই পাবি।

ধুত্তেরি!

অনেক জায়গার লোক এখানে এসে ব্যবসা গেড়ে বসেছে দেখছি। তবে বাঙালি...
শশধর বাবু..
সর্বনাশ হয়ে গেছে।
কী ব্যাপার?
সকালে যে অ্যাক্সিডেন্টের কথাটা শুনলেন, সেটা কার জানেন? এস. এস. আমার পার্টনার।
বলেন কী? কোথায় যাচ্ছিলেন ভদ্রলোক?
মা গঙ্গাই জানেন। ঘন্টা চারেক বেঁচে ছিল। হাসপাতালে আনার আধঘন্টার মধ্যেই মারা যায়। মাথায় চোট, হাড়গোড় ভেঙেছিল।
মারা যাওয়ার আগে জ্ঞান ফিরেছিল। আমার নাম করে বলে, "বোস। বোস।" তারপরই শেষ।
খবরটা পাওয়া যায় কী করে?

অবিশ্যি জিনিসটাও ছিল খুব ডিসেন্ট। আমার ঠাকুরদা তিব্বত থেকে এনেছিলেন।
আই সি।
বাঃ! ক'দিন আছেন ত? বেশ ঘুরে-টুরে দেখা যাবে। পেমিয়াংচিটা শুনেছি দারুন জায়গা।
যেখানে সিকিমের পুরনো রাজধানীর ভগ্নাবশেষ আছে?
শুধু রাজধানী? গাইডবুকটা দেখুন না। ফরেস্ট আছে, বৃটিশ আমলের ডাকবাংলো আছে, প্রাচীন গুম্ফা আছে, কাঞ্চনজঙ্ঘার ফার্স্টক্লাস ভিউ আছে। আর কত চাই?
আমার নাম নিশিকান্ত সরকার। দার্জিলিঙে তিন পুরুষ ধরে আছি। ওদিকটা খবলি দেখা। সিকিমটা আসা হয়নি। কাছেপিঠে সব অদ্ভুত জায়গা আছে। জানেন ত? না কি আপনার সব দেখা?
এই প্রথম এলাম।
যাওয়ার ইচ্ছে আছে।
উঠছেন?
যাই একটু ঘুরে দেখে আসি।
হান্টিং বুট আনা উচিত ছিল। যা বুঝছি এখানে বাদলা হবে। জুতোয় গ্রিপ না থাকলে মুশকিল।
এখান থেকেই কেনা যায়।
সন্ধে নাগাদ ফিরে এসে কিনে নেব। আপাতত চল একটু এক্সপ্লোর করা যাক।
দার্জিলিঙের মতো ঘোড়া দেখছি না। তবে গাড়ি চলে অনেক বেশি
গ্যাংটক সিকিমের রাজধানী।

আর বোধহয় মিলিটারি থাকার দরুন। এখান থেকে ষোলো মাইল দূরে ১৪,০০০ ফুট হাইটে নাথুলা। চিন আর ভারতের বর্ডার।

হ্যালো।
হ্যালো।

নাইস ডে ফর ক্যলার!
তোমাকে কিছু দূর থেকে দেখে আমারও সেই কথাটাই মনে হল।
তুমি কি বেড়াতে এসেছ?

আমি ছবি তুলতে এসেছি। সিকিম সম্বন্ধে একটা বই করার ইচ্ছে আছে। আমি একজন প্রোফেশনাল ফোটোগ্রাফার।
কদিন আছ এখানে?

এসেছি নাইন্থ। পাঁচদিন হল। তিনদিনের ভিসা বলেকয়ে বাড়িয়ে নিয়েছি। আরও দিন সাতেক থাকার ইচ্ছে।
কোথায় উঠেছ?

ডাকবাংলো। এই যে রাস্তাটা উঠে গেছে — একটু উঠেই বাংলো।

তা হলে যে ভদ্রলোকটি অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেলেন, তাঁর সঙ্গে তোমার নিশ্চয়ই আলাপ হয়েছিল?
ভেরি স্যাড। আমার সঙ্গে যথেষ্ট আলাপ হয়েছিল। হি ওয়াজ এ ফাইন ম্যান, অ্যান্ড...

... ভেরি স্ট্রেঞ্জ!
কী ব্যাপার?
ও এখানে এসে একটা আশ্চর্য মূর্তি সংগ্রহ করেছিল, একটি বাঙালি ভদ্রলোকের কাছ থেকে। ইঞ্চি তিনেক হাইট। যি পেড টেন থাউজেন্ড রুপিজ ফর ইট।
টেন থাউজেন্ড রুপিজ?!
হ্যাঁ। জিনিসটা কেনার পর ও এখানকার টিবেটান ইনস্টিটিউটে সেটা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। তারা বলেছিল মূর্তিটা একটা আশ্চর্য উঁচুদরের দুষ্প্রাপ্য জিনিস। কিন্তু আমার খটকা লাগছে, মূর্তিটা গেল কোথায়?
?
তার ডেডবডি শুনলাম বম্বে পাঠিয়ে দিয়েছে। তার জিনিসপত্রও নিশ্চয়ই সেই-সঙ্গে গেছে, তাই নয় কি?
মিস্টার শেলভাঙ্কার মূর্তিটা সবসময় তার কোটের পকেটে রাখতেন। বলতেন এটা আমার ম্যাসকট ——
আমার ভাগ্য ফিরিয়ে দেবে। হাসপাতালে আমিও ছিলাম। পকেট থেকে সব জিনিসপত্র বার করা হয়। মূর্তি বেরোয়নি।
এমনও ত হতে পারে যে, মূর্তিটা পকেট থেকে বেরিয়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল... হয়ত সেটা সেখানেই পড়ে আছে। আর না হয় যারা তাকে তুলে আনে তাদেরই কেউ সেটাকে পকেটস্থ করেছে।
কিন্তু এখানকার লোকেরা ত শুনেছি খুব অনেস্ট।
সেইজন্যেই ত গোলমাল লাগছে।
মিস্টার শেলভাঙ্কার সেদিন কোথায় যাচ্ছিল সেটা জানো?

সিংগিকের রাস্তায় একটা গুম্ফা আছে।.. আমারও যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সকালে উঠে দিনটা ভাল দেখে আমি ওর অনেক আগেই বেরিয়ে পড়ি। ইচ্ছে ছিল রাস্তায় দেখা হলে গাড়িতে উঠে পড়ব।
হঠাৎ গুম্ফা সম্পর্কে আগ্রহ কেন?

বোধ হয় ডক্টর বৈদ্য এর জন্য কিছুটা দায়ী। ...এইভাবে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে কথা বলা... চলো কফি খাবে।

তা ছাড়া আমার পা-টাকেও একটু রেস্ট দেওয়া দরকার। স্লিপ করে একটু মচকেছে। একটানা দাঁড়িয়ে থাকলে টনটন করে।
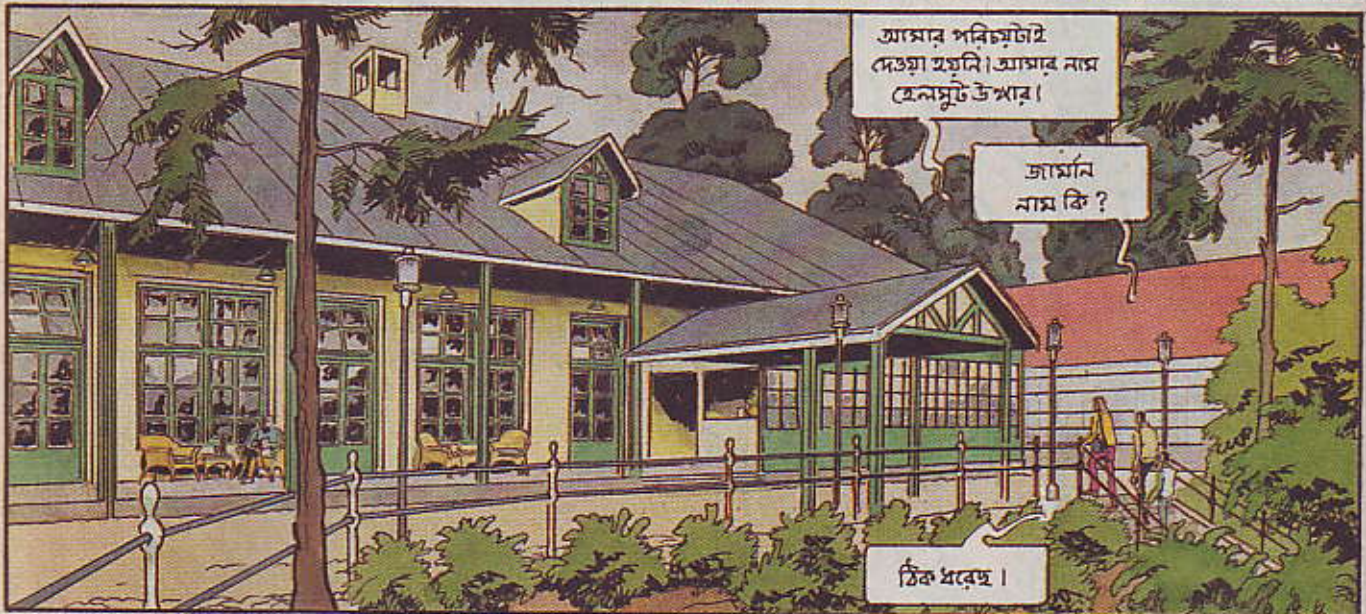
আমার পরিচয়টাই দেওয়া হয়নি। আমার নাম হেলমুট উখার।
জার্মান নাম কি ?
ঠিক ধরেছ।

আমার নাম প্রদোষ মিত্র। আর এ আমার কাজিন তপেশরঞ্জন মিত্র।
হ্যালো!
হ্যালো!
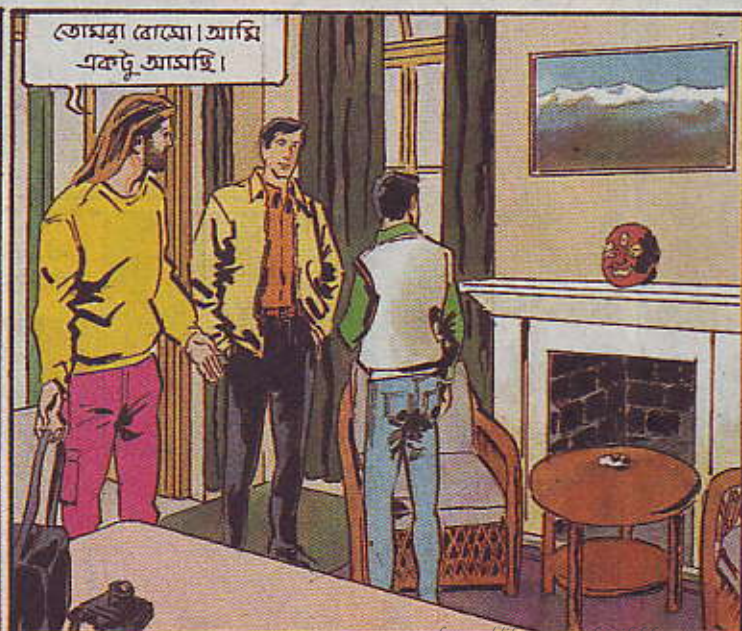
তোমরা বোসো। আমি একটু আসছি।

ছবিটা বেশ ভালই তোলে।

ডা:বৈদ্য ভারী ইন্টারেস্টিং মানুষ। তবে কথাটা বেশি বলে
এখানেই ছিল কয়েকদিন। ভাগ্য গননা জানে, ভবিষ্যৎ বলতে পারে, যে লোক মরে গেছে তার আত্মার সঙ্গে যোগস্থাপন করতে পারে।
প্ল্যানচেট জাতীয় ব্যাপার?
কতকটা তাই। মি: শেলভাঙ্কারকে অনেক কিছু বলে ভারী আশ্চর্য করে দিয়েছিল। আর পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে মনে হয় অনেক পড়াশোনা আছে।
ও এখন কোথায়?
কালিম্পং। সেখানে নাকি কোনও এক তিব্বতি সাধুর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। বলে গেছে আবার আসবে।
মি: শেলভাঙ্কারকে কী বলেছিল ও? শুনেছ সে সবকথা। ?
আমার সামনেই কথা-বার্তা হয়। তার ব্যবসার কথা। স্ত্রীর মৃত্যুর কথা, ছেলের কথা। এমনকী মি: শেলভাঙ্কার যে মানসিক উদ্বেগে ভুগছে, সে কথাও।
সেটা কী করলে?
জানি না। তবে মাঝে-মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে যেত, দীর্ঘশ্বাস ফেলত। একদিন বারান্দায় বসে চা খাচ্ছি, একটা টেলিগ্রাম এল ...ও দেখলাম রীতিমত আপসেট হয়ে পড়ল।
ওর আকস্মিকভাবে মৃত্যু নিয়ে ড:বৈদ্য কোনও ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল?
বলেছিল তার সময় ভাল যাচ্ছে না। একটু সাবধানে থাকতে।
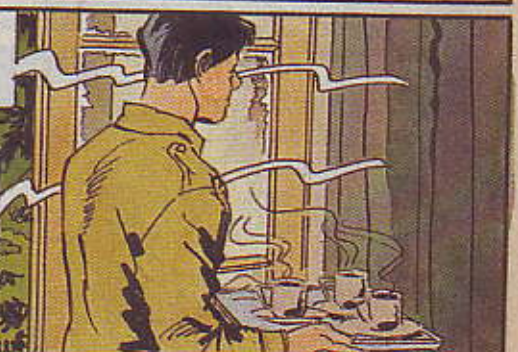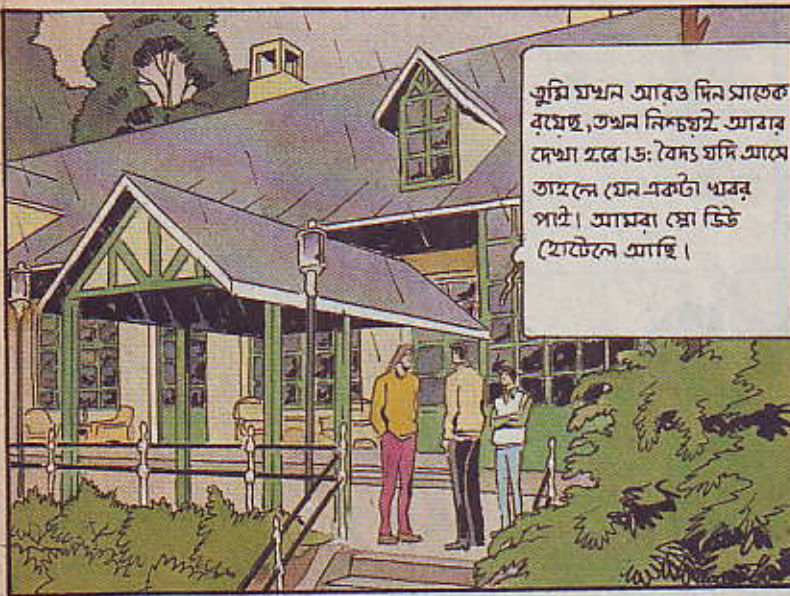
তুমি যখন আরও দিন সাতেক রয়েছ, তখন নিশ্চয়ই আবার দেখা হবে। ড: বৈদ্য যদি আসে তাহলে যেন একটা খবর পাই। আমরা স্নো ভিউ হোটেলে আছি।

জানি না তোমাদের কথাগুলো কেন বললাম। মূর্তির ব্যাপারটা কেউ জানত না ... তাই খটকা লাগছে।... ওটা গেল কোথায়?

BARAILY LEATHERS
কুয়াশা কাটলে কী হবে, মেঘ এখনও কাটেনি।
GUPTA
রাস্তাঘাট যখন জানা নেই তখন আজকের দিনটা অন্তত ট্যাক্সি ছাড়া গতি নেই।

আপাতত টিবেটন ইনস্টিটিউট। দুর্দান্ত সব থাঙ্কা, পুঁথি আর তান্ত্রিক জিনিসপত্রের সংগ্রহ আছে শুনেছি।
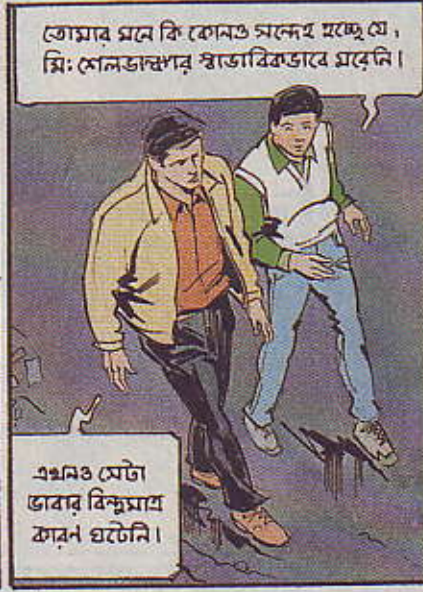
তোমার মনে কি কোনও সন্দেহ হচ্ছে যে, মি: শেলভাঙ্কার স্বাভাবিকভাবে মরেনি।
এখনও সেটা ভাবার বিন্দুমাত্র কারন ঘটেনি।
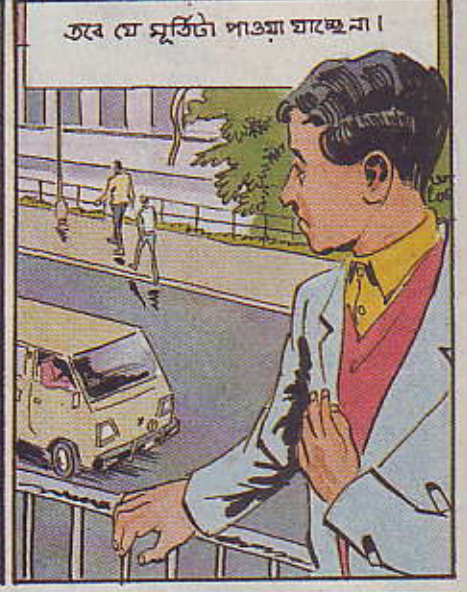
তবে যে মূর্তিটা পাওয়া যাচ্ছে না।

তাতে কী হল? লোকটা পাথর চাপা পড়ে জখম হয়েছে। মূর্তিটা পকেট থেকে গড়িয়ে পড়েছে। যারা তাকে উদ্ধার করেছে তাদের মধ্যে কেউ সেটিকে ট্যাঁকস্থ করেছে।
একটা রহস্য যদি গজিয়ে ওঠে, তা হলে ছুটিটা জমবে ভাল।

টিবেটন ইনস্টিটিউট।
বৈঠ যাইয়ে

এখানে সেদিন যে অ্যাকসিডেন্টটা হয়েছে সেটার কথা তুমি জানো?
সবাই জানে।

ড্রাইভার তো বেঁচে গেছে?
ওঃ, ওর খুব ভাগ্য ভাল। গত বছর একটা অ্যাক্সিডেন্টে ড্রাইভার মরেছিল আর যাত্রী বেঁচে গিয়েছিল। সেও পাথর পড়ে।
STD-ISD

তুমি এই ড্রাইভারকে চেনো?
এখানে সবাই সবাইকে চেনে। এখন আবার একটা ট্যাক্সি চালাচ্ছে — SKM 02 4631 — নতুন ট্যাক্সি।

অ্যাক্সিডেন্টের জায়গাটা তুমি দেখেছ... একবার নিয়ে যেতে পারবে?
হ্যাঁ, ৩১ নর্থ সিকিম হাইওয়েতে।
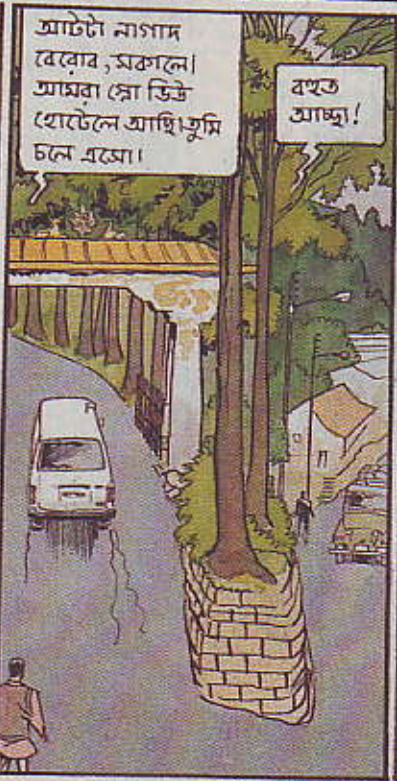
আটটা নাগাদ বেরোব, সকালে। আমরা সো ভিউ হোটেলে আছি। তুমি চলে এসো।
বহুত আচ্ছা!

বন্ধ হয়ে গেছে নাকি?

খোলা আছে।

এগুলোকেই থাঙ্কা বলে ত?

হ্যাঁ। আর...

ড: গুপ্ত আছেন কি?

বিউরেটর সাহেব আজ অসুস্থ। আমি ওঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট। কীভাবে আপনাদের সাহায্য করতে পারি বলুন।

যিনি মারা গেছেন তাঁর মূর্তিটা ছিল মাত্র তিন ইঞ্চি আর সোনার। কিন্তু কী আশ্চর্য কারুকার্য। চোখদুটো ছিল রুবি। আমরা এত সুন্দর মূর্তি এর আগে কখনও দেখিনি।
কীরকম দাম হতে পারে সে মূর্তির ?

হি পেড টেন থাউজ্যান্ড রুপিজ। আমার মতে জলের দরে পেয়েছিলেন। ওর দাম এক লক্ষ টাকা হলেও বেশি হত না।
?!

যমন্তক সম্বন্ধে হঠাৎ লোকের এত কৌতূহল কেন বুঝতে পারছি না। আর একজন জিজ্ঞেস করে গেছে।
?

আমাদের কিউরেটর সাহেব নিজে তিব্বত গেছেন, কিন্তু তিনিও অত ভাল মূর্তি কখনও দেখেননি।

নাঃ। প্রশ্নটা ছাড়া আর কিছুই মনে পড়ছে না।

সেদিন এখানে একদল আমেরিকান এসেছিল। তাদের নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলাম।

পাঁচটা, তাতেই এত অন্ধকার।
পশ্চিমে ঘন মেঘ।

দিনের বেলাটা এখানে অনেক সময়েই ভাল যায়। যত দুর্যোগ রাত্তিরে।
আজ আর ঘোরাঘুরি নয় - সোজা হোটেল।

সকাল আটটা।
শশধরবাবু

শশধরবাবু
আরে দেখতেই পাইনি।

সব ব্যবস্থা হয়ে গেল।

বম্বে গিয়ে একটা ব্যাপার খোঁজ করে দেখতে পারেন কি? মি: শেলভাঙ্কার এখানে একটা তিব্বতি মূর্তি কিনেছিলেন। একটা দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান স্পেসিমেন। সেটা তাঁর জিনিস-পত্রের সঙ্গে গেছে কিনা।
নিশ্চয়ই দেখব। আপনি জানলেন কী করে?

বুকপকেটে মূর্তিটা রাখাটাই ওর পক্ষে স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে। হি হ্যাড এ গ্রেট প্যাশন ফর আর্ট অবজেক্টস।

ভাল কথা আপনি যে ডিটেকটিভ সেটা তো আমাকে বলেননি।
?
?

জিপের শেয়ারটা দিতে গিয়ে বোধ হয় পড়েছে। ড্রাইভার আমাকে দেয়। পড়া হয়নি... চশমাটা ছিল না কাছে। তারপর থেকে যা যাচ্ছে।
Pradosh C. Mitter
PRIVATE INVESTIGATOR

এনিওয়ে, এটা আমি রাখছি। এই নিন আমার কার্ড। যদি মনে করেন আমার এখানে আসা দরকার — একটা টেলিগ্রাম করে দেবেন, আমি চলে আসব।
কখন যাচ্ছেন আপনি।?

কাল ভোরে। হয়ত আপনাদের সঙ্গে আর দেখা হবে না। বাই।

ওঃ!
সারাদিন যা গেল।

ভেবে দ্যাখ, একটা ক্রিমিনালের যদি ন'টা মাথা হত তা হলে কী সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার হত। পেছন থেকে এসে খপ করে ধরার কোনও উপায় থাকত না।
আর চৌত্রিশটা হাত?

সেও সাঙ্ঘাতিক। সতেরো জোড়া হাতকড়া না হলে অ্যারেস্ট করা যেত না... বল তো এখানে এসে পর্যন্ত কার-কার সঙ্গে আলাপ হল।

আ... এক শশধরবাবু... শশধর বোস।
কেন এসেছেন?

ওই যে বললেন কী সুগন্ধী গাছের ব্যাপার।
এত দায়সারাভাবে বললে চলবে না।

দাঁড়াও। ভদ্রলোকের পার্টনার মি: শেলভাঙ্কারকে মিট করতে। ওদের একটা কেমিক্যাল কোম্পানি আছে। যার অনেক কাজের মধ্যে একটা হল..
ওকে-ওকে... নেক্সট?

সাহেব, নাম... হেলমেট
হেলমুট।
হ্যাঁ হ্যাঁ, হেলমুট উঙ্গার।
আমার উদ্দেশ্য?

প্রোফেশনাল ফোটোগ্রাফার। সিকিমের ছবি তুলে একটা বই করতে চায়।
নেক্সট?

নিশিকান্ত সরকার। দার্জিলিঙে থাকেন। তিন পুরুষের বাস। কী করেন জানি না। একটা ত্রিমূর্তি মূর্তি ছিল....
ঠক্
ঠক্

কাম ইন।

ডিস্টার্ব করছি না ত? একটা খবর দিতে এলুম।
বসুন।

কাল লামা ডান্স হচ্ছে ...রুমটেকে... দারুণ ব্যাপার। এখানকার যিনি লামা তাঁর পজিশন খুব হাই – দালাই লামার পরেই উনি। একবার দেখে আসবেন নাকি?

সকালে হবে না। দুপুরে যাওয়া যেতে পারে।

আর পরশু যদি যান, তাহলে হিজ হোলিনেস - এর দর্শনও পেতে পারেন। যু যু থক থ থ... বলেন ত গুটি চারেক সাদা স্কার্ফ জোগাড় করে রাখি।
লামাদর্শনে কাজ নেই। তার চেয়ে নাচটাই দেখা যাবে।
আমারও তাই মত।

স্কার্ফ কেন?
এখানকার রীতি। তুমি গিয়ে তাঁকে স্কার্ফটা দিলে। তিনি আবার সেটা তোমাকে ফেরত দিলেন। বস্‌ ফর্ম্যালিটি কমপ্লিট।

ভাল কথা – আপনি আপনার মূর্তির কথা কি শেলভাঙ্কার ছাড়া আর কাউকে বলেছিলেন?
ঘুনাক্ষরেও না, নট এ সোল। কেন বলুন ত?

এমনি জিজ্ঞেস করছি।
এখানকার দোকানে একবার যাচাই করব ভেবেছিলাম। প্রয়োজন হয়নি। ওখানেই শেল-ভাঙ্কারের সঙ্গে আলাপ। উনি একদিন দেখে দামটা দিয়েছিলেন।
YAK YETI

নগদ টাকা?
না না। দাঁড়ান।

চেক...কোথায় কোন নাম... সাসপিশান কিছু দেখলেন নাকি?
নাঃ।

আমি এবার উঠি।

গররর

বাজ জিনিসটাকে মোটেই বরদাস্ত করতে পারি না। হেহে আমি।

ঘট
ঘট
ঘট

কী, সো ভিউ হল?

চটপট সেরে নে — অনেক কাজ।

আপনি ত আর্লি রাইজার মশাই।

আপনাদের ইয়ে, মানে ঘুমটুম হয়েছিল?
মন্দ কী? কেন বলুন ত?
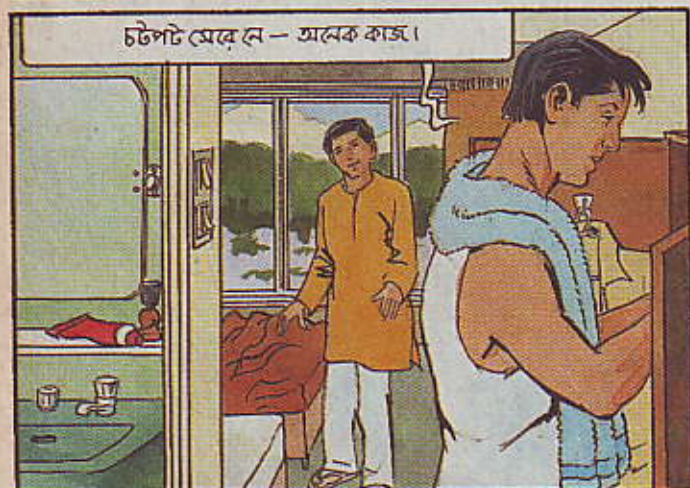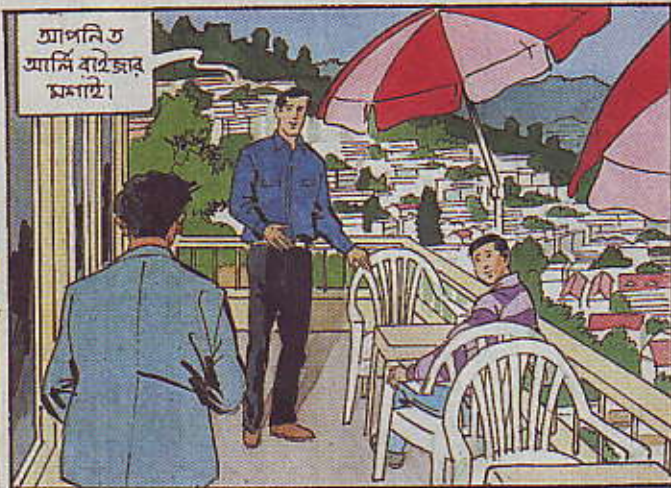
এটা কী জানেন?
এ তো তিব্বতি লেখা বলে মনে হচ্ছে। কোথায় পেলেন?

কাল মাঝেরাত্রে - অ্যাট মানে ডেড অব নাইট কেউ আমার ঘরে ফেলে দিয়ে গেছে। কী লিখেছে, সেটার একটা ইয়ে না করতে পারলে :...
?

তিব্বতি ভাষা জানা লোকের ত অভাব নেই এখানে। আর কিছু না হোক, টিবেটান ইনস্টিটিউট তো আছে।
রাত্রে কাকে যেন দেখলাম।
হ্যাঁ সেই আর কি...

আপনি চিন্তা করছেন কেন? এটা হুমকি বা শাসানি গোছের একটা কিছু সেটা ভাবার ত কোনও কারণ নেই।

...নাকি আছে?
সার্টেনলি নট।

এমনও ত হতে পারে যে, বলা হচ্ছে — তোমার মঙ্গল হোক বা তুমি দীর্ঘজীবী হও।
তা ত বটেই। তবে হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই, আশীর্বাদটাই বা করবে কেন – হেঁ হেঁ…

হুমকিরও কোনও কারণ নেই বলছেন?
না না। আমি মশাই যাকে বলে নট ইন মেজেন, নট ইন ফাইভ।

যাক গে, এ-নিয়ে আর ভাববেন না। আমরা ত পাশের ঘরেই রয়েছি। ..চা খেয়েছেন।?
এবার খাব আর কি।

পেটভরে ব্রেকফাস্ট করুন। রোদ উঠেছে। দুপুরে লামা নাচ আছে। কুছ পরোয়া নেই।
আপনাকে যে কী বলে থ্যা..

থ্যাঙ্কস দিতে হবে না। আপনার চেকটি যেন না খোয়া যায়, সেদিকে খেয়াল রাখবেন।

ঠিক সময়েই হাজির।
ফেলুদা SKM 04463

আর্মির কাছ থেকে খবরের জন্য ওয়েট করছিলাম। বৃষ্টির বহর দেখে ভয় হচ্ছিল, রাস্তা বুঝি বন্ধ হয়ে গেছে।
SK 04 463

এই ড্রাইভারই ত মিঃ শেলভাঙ্কারের গাড়ি চালাচ্ছিল- তাই না?
আপনি ত তদন্ত শুরু করে দিয়েছেন দেখছি।
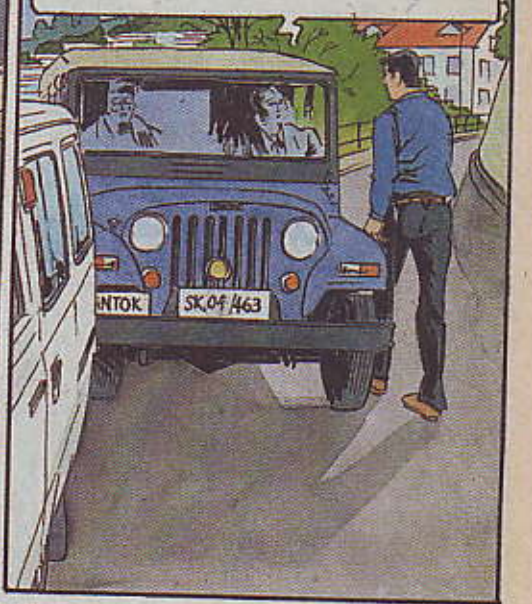
– ইয়েস হুট আর রাইট। আমি ওকেই বেছে নিয়েছি প্রথমত গাড়িটা নতুন; দ্বিতীয়ত বাজ কখনও একই জায়গায় দু'বার পড়ে না জানেন ত?

চলি। হ্যাভ এ নাইস হলিডে।
SKM/04/463

NORTH SIKKIM HIGHWAY

ইয়ে রাস্তা কিতনা দুর তক গিয়া ?
চুংথাম। সেখানে আবার দুটো রাস্তা আছে। একটা গেছে লাচেন, আর-একটা লাচুং।

রাস্তা ভাল ? ল্যান্ডস্লাইড হয় ?
হাঁ বাবু। রাস্তা তোড় যাতা, বিরিজ তোড় যাতা। ট্রাফিক সব বন্ধ হো যাতা।

এই হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্টের জায়গা।

হুঁ।
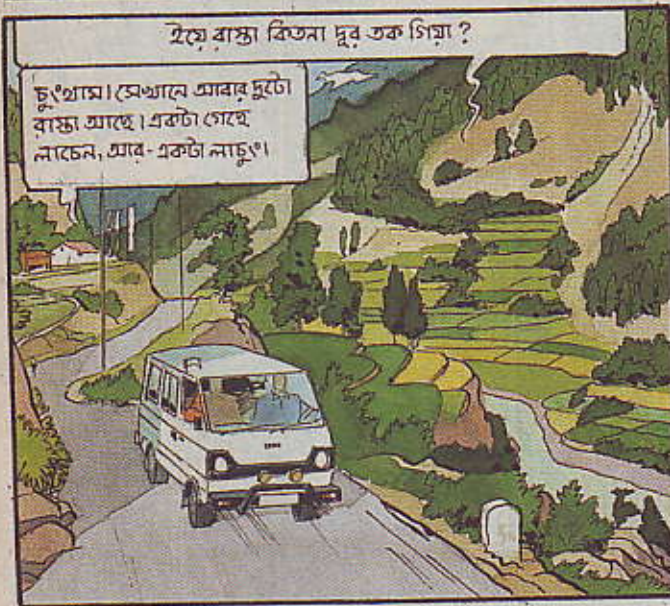
এই ঢাল দিয়ে কিছুদূর নেমে যাওয়া বোধ হয় খুব কঠিন হবে না।
তুমি কি...

ফেলুদা!

উনি ঠিক জায়গায় পৌঁছেছেন।

কি পেলে?

ভাঙা পার্টস, ভাঙা কাচ...নো ঘমন্তক!
আর কিছু না?
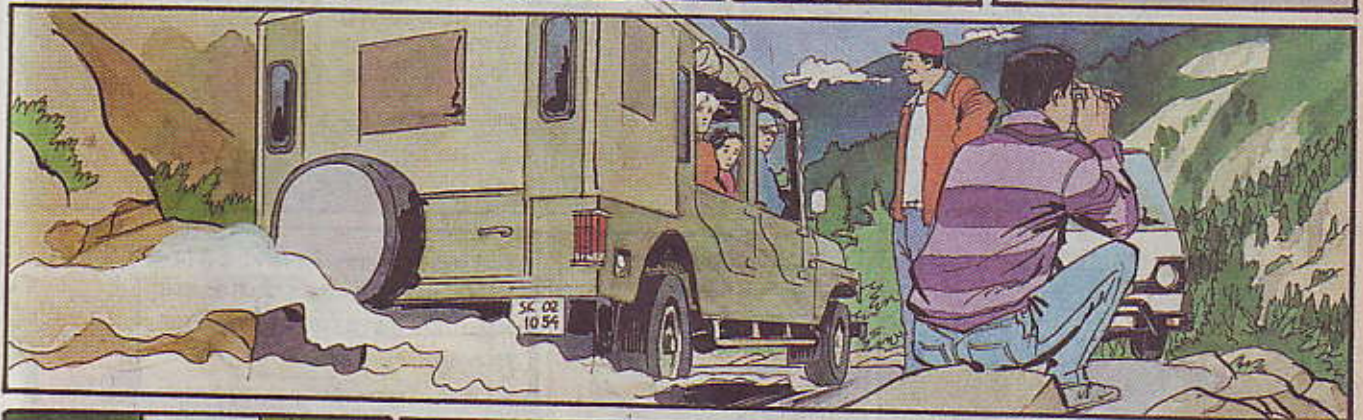
নীল কোটের বোতাম।

পাথর... আর-একটু তেনজিংগি না করলে চলছে না।
এবার আমিও যাব

তা হলে তুই আগে ওঠ।

এসে গেছি।
এখান থেকেই পাথর বাবাজি গড়িয়েছেন। ওই ঝোপড়াটা দ্যাখ, ও ফার্নের গোছাটা দ্যাখ, কীভাবে থেঁতলেছে। এগুলো পরিষ্কার ইনডিকেশন।
কত বড় পাথর বলে মনে হচ্ছে। ?
কত বড় আর হবে? একটা ধোপার পুঁটলির সাইজের পাথরই যথেষ্ট।
হ্যাঁ, তাই ত। মোমেন্টামের ব্যাপার। মাস ইনটু ভেলোসিটি।
পাথরটা কীভাবে পড়েছিল জানিস? এই দ্যাখ।
সাপের গর্ত নাকি?
যদ্দুর মনে হয় – প্রায় পঁচাত্তর পার্সেন্ট শিওর হয়ে বলা যায় একটা লম্বা ডাণ্ডা বা ওই জাতীয় কিছু মাটিতে ঢুকিয়ে চাড় দিয়ে পাথরটাকে ফেলা হয়েছিল। অর্থাৎ ....
অর্থাৎ?
অর্থাৎ মি: শিবকুমার গোলন্দাজ-এর অ্যাক্সিডেন্টটা প্রকৃতির নয়, মানুষের কীর্তি। অত্যন্ত ক্রূর ও শয়তানি পদ্ধতিতে কেহ বা কাহারা তাহাকে হত্যা করিয়াছিল। এক-কথায় গণ্ডগোল, বিস্তর গণ্ডগোল।
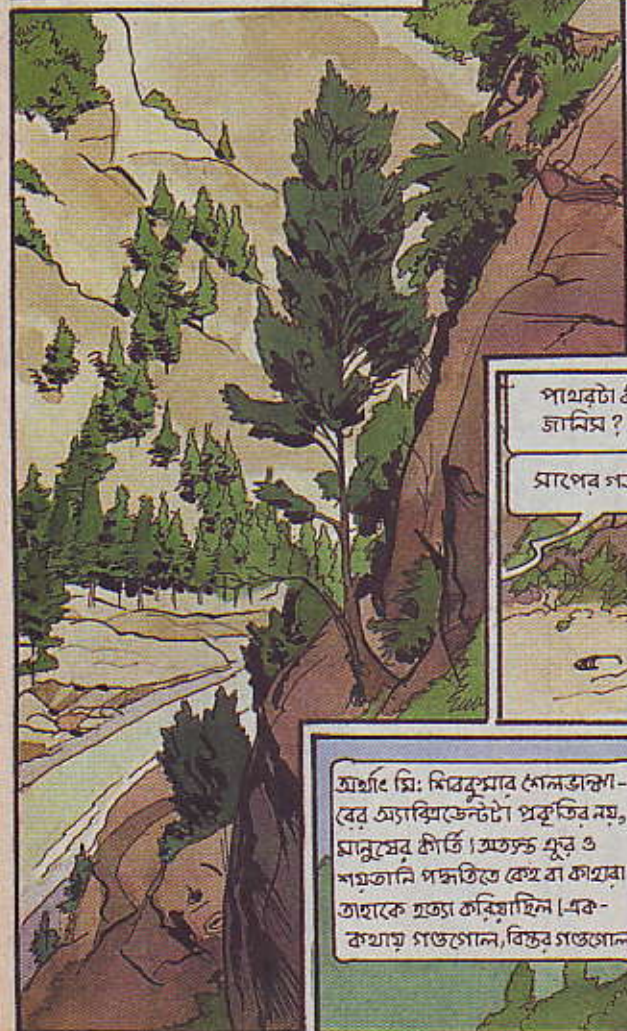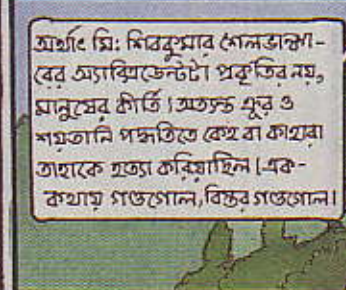
একটু ঘুরে আসছি।

দাদা কোথায় গেলেন?
কাজে গেছেন। এখুনি ফিরে আসবেন।

তোমার দাদার গায়ে খুব জোর, তাই না?... বোসো না।

উনি ভরসা দিচ্ছেন বলেই রয়ে গেলুম; তা না হলে আজই পাততাড়ি গুটিয়ে পালাতুম।
কেন?

জানো ভাই, সাতজন্মে কারুর কোনও অনিষ্ট করিনি। অথচ...
ওটার মানে বের করেছেন কি?

একটা অ্যাং - মানে অ্যাংলোইন্ডিয়ান... ছিল, তাই সোজা গেলুম তিব্বত ইনস্টিটিউট, কী বললে জানো? এ লেখাটার মানে হচ্ছে 'মৃত্যু' গিয়াংফুং না কী যেন তিব্বতি কথা।

শুধু ত বলেছে মৃত্যু। এমন ত বলেনি যে, আপনাকেই মরতে হবে।
মৃত্যু মানে ত এনিবডিজ ডেথ হতে পারে-তাই না?

কাগজে লেখা আছে বলেই যে কাউকে মরতে হবে তারই বা কী মানে আছে।
বাইরের জিনিস হাওয়ায় ঘরের ভেতর এসে পড়তে পারে। ঠিক, ঠিক। হয়ত ছেঁড়া পুঁথিটুঁথির পাতা।

যাকগে! তোমার দাদাই ত রয়েছেন। বেশ কনফিডেন্স পাওয়া যায় ওঁকে দেখে।...খেলোয়াড় - টেলোয়াড় ছিলেন নাকি?
এককালে ক্রিকেট খেলেছেন। এখন যোগব্যায়াম করেন।

ঠিক ধরেছি। আজকালকার বাঙালিদের মধ্যে এমন ফিট বডি চোখে পড়ে না।...চা খাবে?
চায়ে আপত্তি নেই।

দাদা, দাদা।
সেই তিব্বতি লেখার মানে ওরা তো বললে 'মৃত্যু'...আমি মশাই আকাশ পাতাল ভেবেও এর কূল-কিনারা করতে পারছি না।
আর ভাববেন না।
কারণ, না থাকলে কেউ কারও মৃত্যুকামনা করে না। তা ছাড়া আপনাকে শাসাতে হলে যে ভাষা আপনি জানেন তাতেই শাসানো স্বাভাবিক। নইলে ত শাসানি মাঠে মারা যাবে। —তাই নয় কি?
তা ত বটেই। আর গোলমাল হলে আপনি ত আছেনই।
আমি থাকলে কিন্তু গোলমালটা মাঝে মধ্যে একটু বেশিই হয়।
!?!!
টেলিগ্রাফ অফিস-গুলোতে বেশির-ভাগ লোকই অশিক্ষিত... তবে এটা একটু বাড়াবাড়ি।
হঠাৎ টেলিগ্রাফ অফিসে কেন?
শশধরবাবুকে একটা কেবল করে দিলাম। ও পৌঁছবার আগেই এটা পৌঁছে যাবে - তাও দেরি করে কোনও লাভ নেই।
কী লিখলে?
হ্যাভ রিজন টু সাসপেক্ট শেলডাঙ্কারস ডেথ নট অ্যাক্সি-ডেন্টেলি। অ্যাম ইনভেস্টিগেটিং।
বাড়াবাড়িটা কিসে দেখলে?
আছে...একটু ঘুষ দিতে হল। শেলডাঙ্কারের নামে কোনও টেলিগ্রাম এসে-ছিল কিনা সেটা জেনে নিয়েছি। একটা ছিল শশধরবাবুর টেলিগ্রাম-অ্যাম অ্যারাইভিং ফর্টিন্থ।
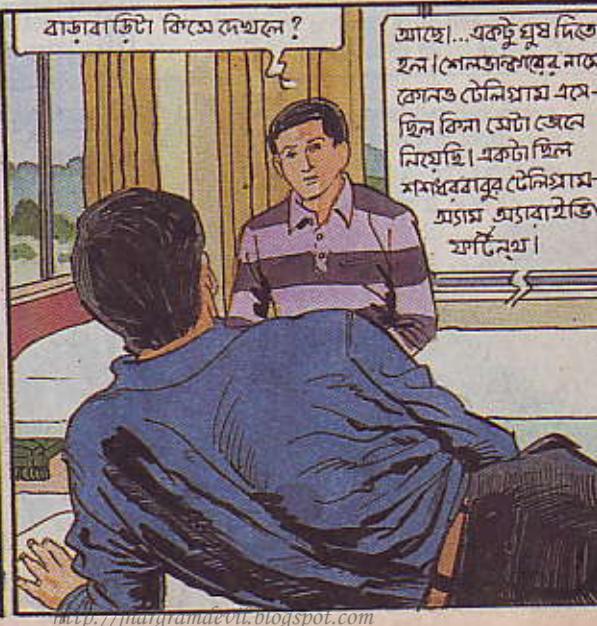
আর অন্যটা পড়ে দ্যাখ।

YOUR SON MAY BE IS A SICK MONSTER ...PRITEX.
সিক মনস্টার ?...রুগ্ন রাক্ষস? সে আবার কী ?

YOUR SON MAY BE IS A SICK MONSTER PRITEX

বোঝাই যাচ্ছে কোনও গোলমাল করেছে। কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে – কী গোলমাল। আসল টেলিগ্রামটা কী ছিল।
প্রাইটেক্স ?

ওটা বোধহয় ছাপার ভুল নয়। ওটা কোনও গোয়েন্দা এজেন্সির টেলিগ্রাফিক অ্যাড্রেস। PRI অর্থাৎ প্রাইভেট, আর TEX হল TEC-এর বহুবচন।
ডিটেকটিভ-এর TEC... এই টেলিগ্রামটা পেয়েই কি শেলভাঙ্কার ঘাবড়ে গিয়েছিল?

কিছুই আশ্চর্য নয়।
তার মানে এই এজেন্সিটা শেলভাঙ্কারের ছেলের খোঁজ করছিল?

তাই ত মনে হয়। কিন্তু SICK MONSTER! হরি হরি!

কতগুলো রহস্য একসঙ্গে সমাধান করবে বলো ত।

সেইটাই তো ভাবছি। প্রশ্নের পর প্রশ্ন..বলো ত দেখি একটা করে।

এক – SICK MONSTER। তারপর ?
তারপর ?
পাথর কে ফেলল ?
গুড।

তিন, মূর্তিটা কোথায় গেল। চার, নিশিকান্তবাবুর ঘরে কাগজ কে ফেলল।
আর কেন ফেলল। বহুত আচ্ছা।

খুনের জায়গায় কার বোতাম?
অবিশ্যি সেটা শেলভাঙ্কারের নিজের বোতাম হতে পারে... বলে চল।

হুঁ, তিব্বতি ইনস্টিটিউটে গিয়ে কে মূর্তির কথা জিজ্ঞেস করেছিল ?
স্প্লেনডিড। আর বছর দশেকের মধ্যে তুই গোয়েন্দা-গিরি শুরু করতে পারবি।

শুধু একটি লোক শেলভাঙ্কার সম্বন্ধে জরুরি ইনফরমেশন দিতে পারেন।
কে ?

ডঃ বৈদ্য। যিনি ভবিষ্যৎ বলেন। আর প্রেতাত্মার সঙ্গে যোগস্থাপন করেন। আর অন্যান্য যাবতীয় ভেলকি প্রদর্শন করেন। শুনেটুনে লোকটাকে ইন্টারেস্টিং বলে মনে হচ্ছে।
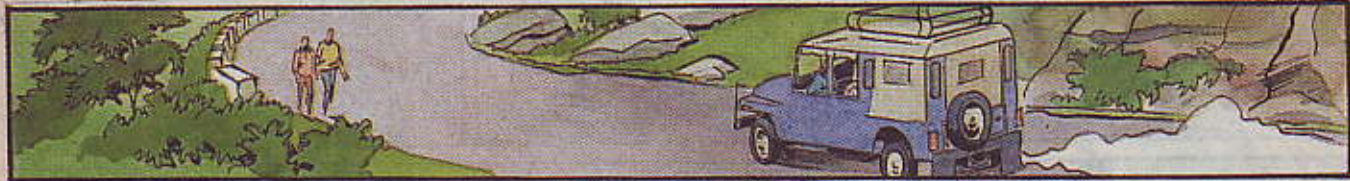
খালি হাত আঁয়ে হাম। খালি হাত জায়েঙ্গে।
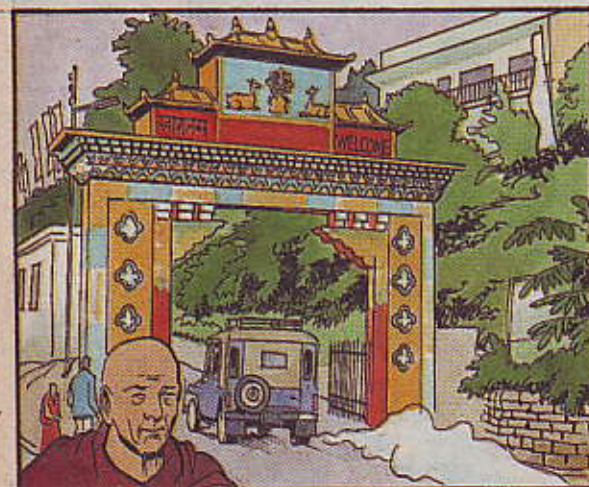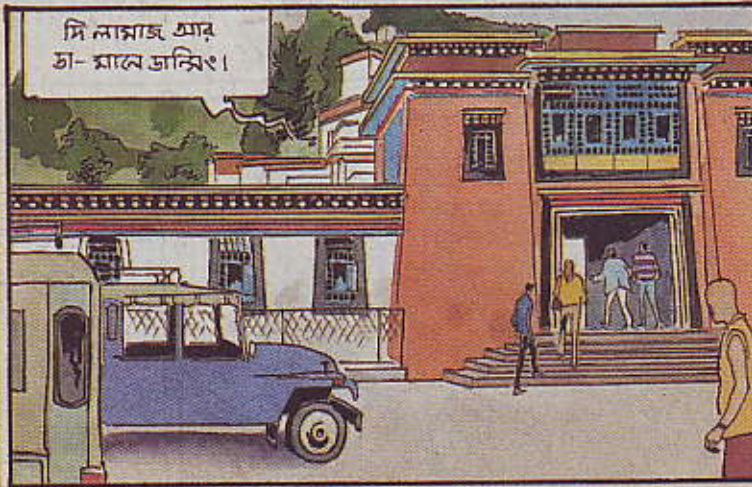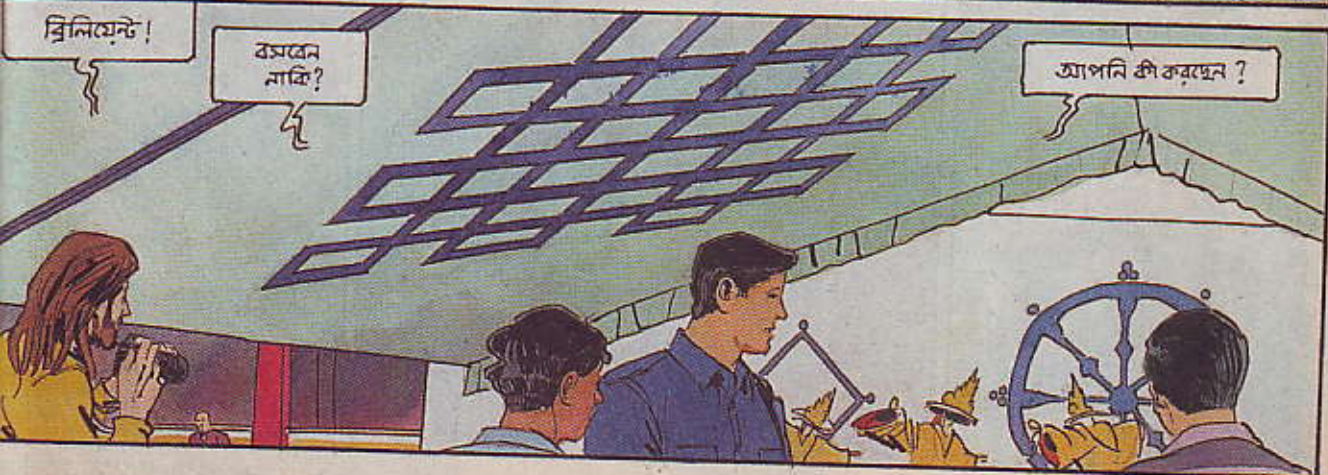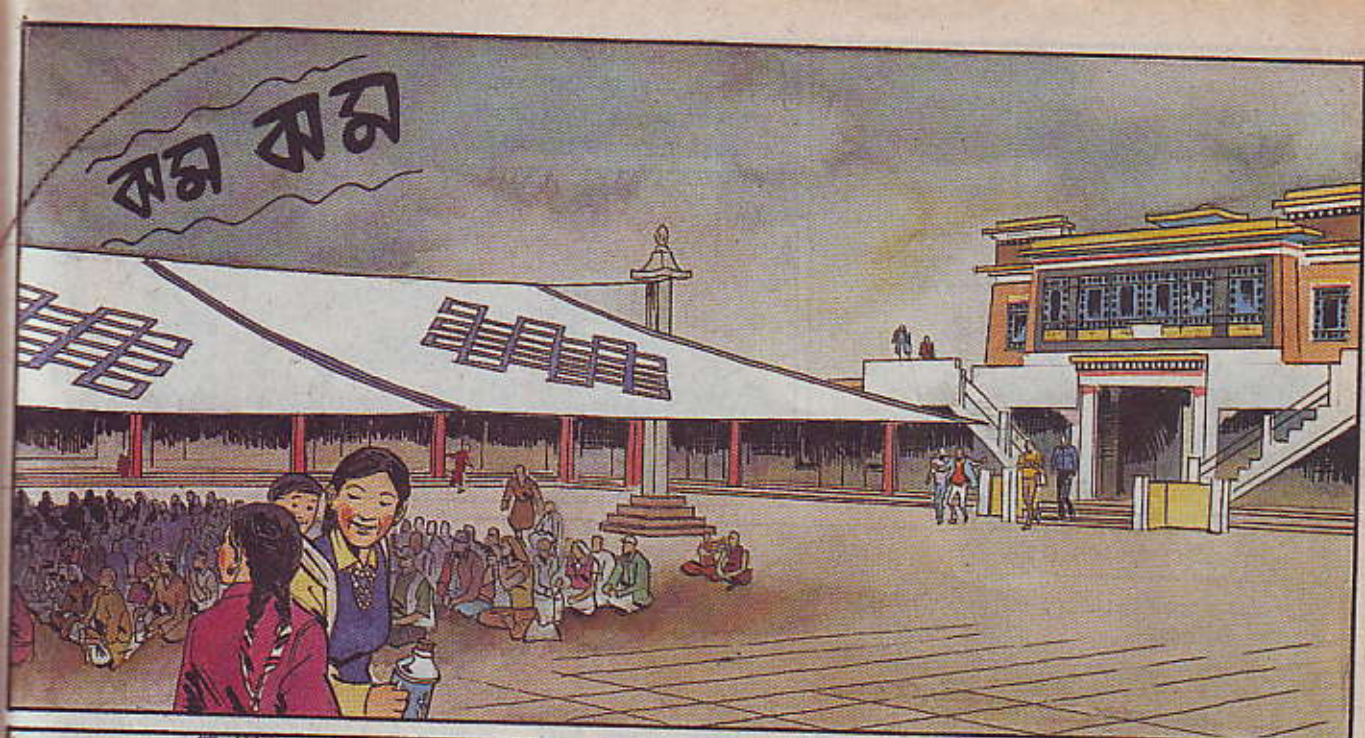
WELCOME

দি লামাজ আর ডা- মানে ডান্সিং।

ঝম ঝম
ব্রিলিয়েন্ট!
বসবেন নাকি?
আপনি কী করছেন ?

এটাকে কি গুম্ফা বলে, ফেলুদা?

গুম্ফা আসলে হল গুহা। এটাকে মঠ বা মন্দির বলা চলে।
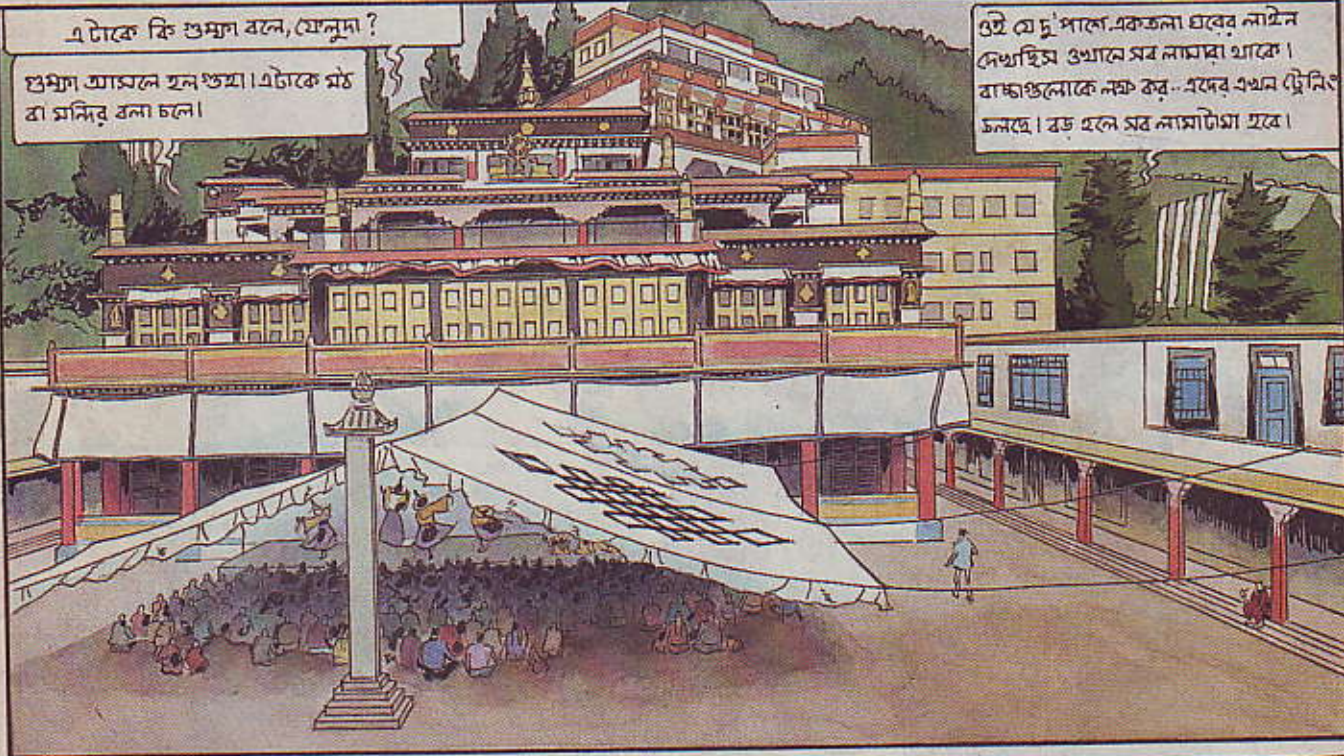
ওই যে দু'পাশে একতলা ঘরের লাইন দেখছিস ওখানে সব লামারা থাকে। বাচ্চাগুলোকে লক্ষ কর... এদের এখন ট্রেনিং চলছে। বড় হলে সব লামাটামা হবে।

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

গ্যাংটকে গণ্ডগোল (দ্বিতীয় অংশ) কাহিনী: সত্যজিৎ রায় ছবি: অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়

বাইরে আয়!
কোনদিকে গেল লোকটা জানি না। তবে চান্স নেওয়া ছাড়া গতি নেই।
কোন লোকটা?

লাল পোশাক। দরজার বাইরে থেকে উঁকি দিচ্ছিল। চাইতেই সটকাল।
মুখটা দেখোনি?

আলো ছিল না।

ফ ফ ফ ফ ফ

ঝম

শেলডাম্পারের ছেলে যদি এখানে!..
হেল্প্!

হেল্প্!
নিশিকান্তবাবু!

ঝম!
হেল্প্!

ওরে বাবা! মরে গেলুম! বাঁচান!

আঁ আঁ র

অজ্ঞান
জলটা নিয়ে আয়।

আ-আ

জল খাবেন?

গ্যাগ গ্যাগ গ্যাগ

কী আর বলব এই এতখানি পথ– একটু হালকা হওয়া দরকার পড়েছিল– তা ধর্মস্থান ও-মনাস মানে যাকে বলে মনাস্ট্রি-তাই ভাবলুম পেছন দিকটায় গিয়ে দেখি।

কী ব্যাপার বলুন ত?

তা জায়গাও পেলুম সুটেবল-কিন্তু আমাকে যে আবার ফলো করছে...

পেছন থেকে এসে ধাক্কা মারল?
মেন্ট পারমেন্ট। কী সাং মানে সাংঘাতিক ব্যাপার বলুন ত!..নেহাত গাছটা ধরলুম বলে– নইলে তিব্বতি শায়ানি ত মানে অক্কারে, অক্কর..

লোকটাকে দেখেছেন?
পিছন থেকে এসে ধাক্কা মারলে দেখা যায় নাকি-হে:!

কী সাক্ষী করে বলতে হবে বলুন আমি বলছি - জানত আমি কোনও লোকের অনিষ্ট করিনি - এমনকী কারও বদনাম পর্যন্ত করিনি।

আপনার কোনও যমজ ভাইটাই নেই ত ?

আজ্ঞে না স্যার। আই অ্যাম ওনলি অফস্প্রিং।

হুঁ।

আমার শেয়ারটা।..

তোমাকে আমরাই ইনভাইট করেছি। আর তুমি আমাদের দেশে অতিথি - তোমার পয়সা ত আমরা নেব না।

অলরাইট। তা হলে একটু চা খেয়ে যাও।

আমার আপত্তি নেই।
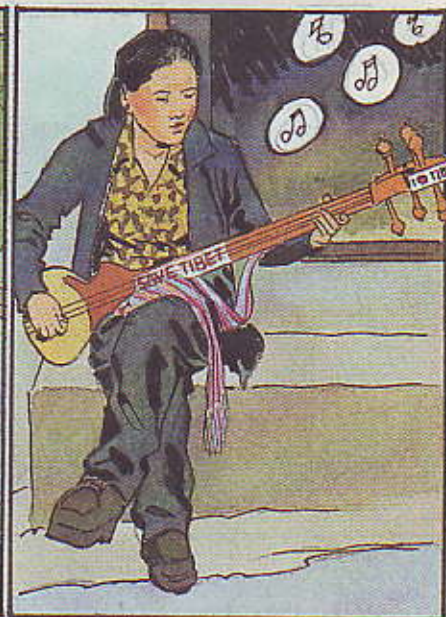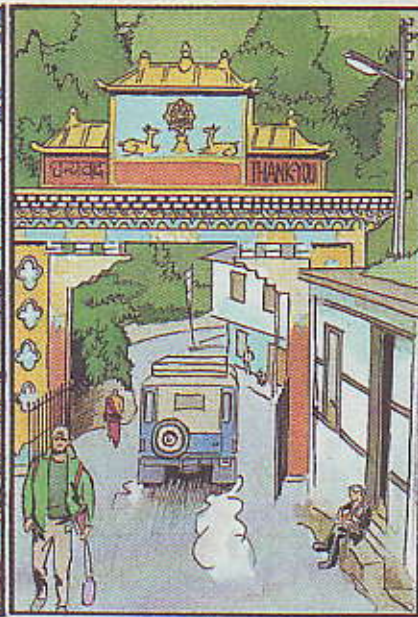
আমি অর্ডারটা দিয়ে আসছি।

হ্যালো।

পরিচয় করিয়ে দিই—ড. বৈদ্য।
আপনাদের দেখে বাঙালি বলে মনে হচ্ছে।
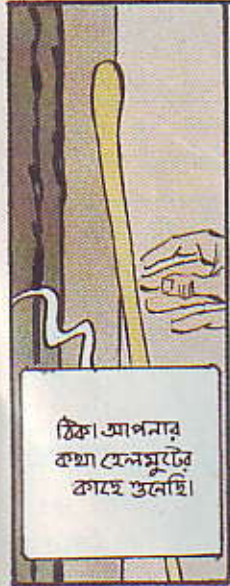
ঠিক। আপনার কথা হেলমুটের কাছে শুনেছি।
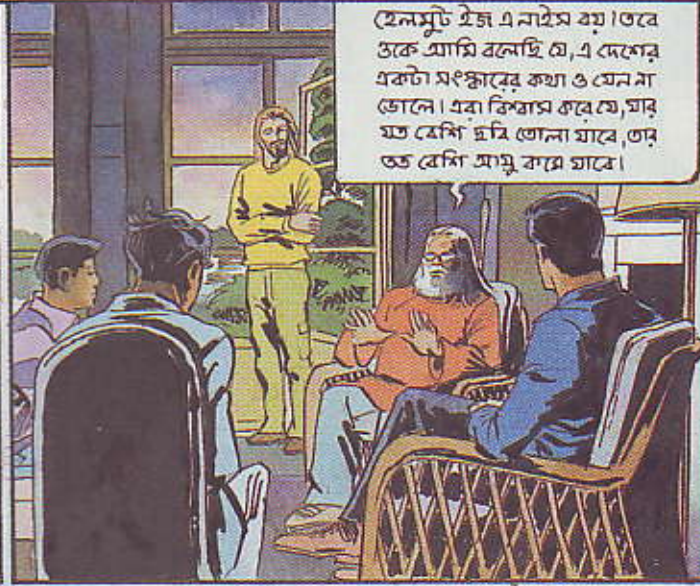
হেলমুট ইজ এ নাইস বয়। তবে ওকে আমি বলেছি যে, এ দেশের একটা সংস্কারের কথা ও যেন না ভোলে। এরা বিশ্বাস করে যে, যার যত বেশি ছবি তোলা যাবে, তার তত বেশি আয়ু কমে যাবে।

কারন এই যে আমি, এই আমার খানিকটা যদি অন্য কোনও বস্তুতেও থেকে থাকে, তার মানে আমার ভাইটাল ফোর্সের খানিকটাও নিশ্চয়ই সেই বস্তুর মধ্যে রয়েছে। সেই পরিমানে আমার নিজের ভাইটাল ফোর্সও কমে যাচ্ছে।

আপনিও কি এতে বিশ্বাস করেন?
করলেই বা কী? হেলমুট কি আর আমার ছবি তুলতে বাদ রেখেছে।
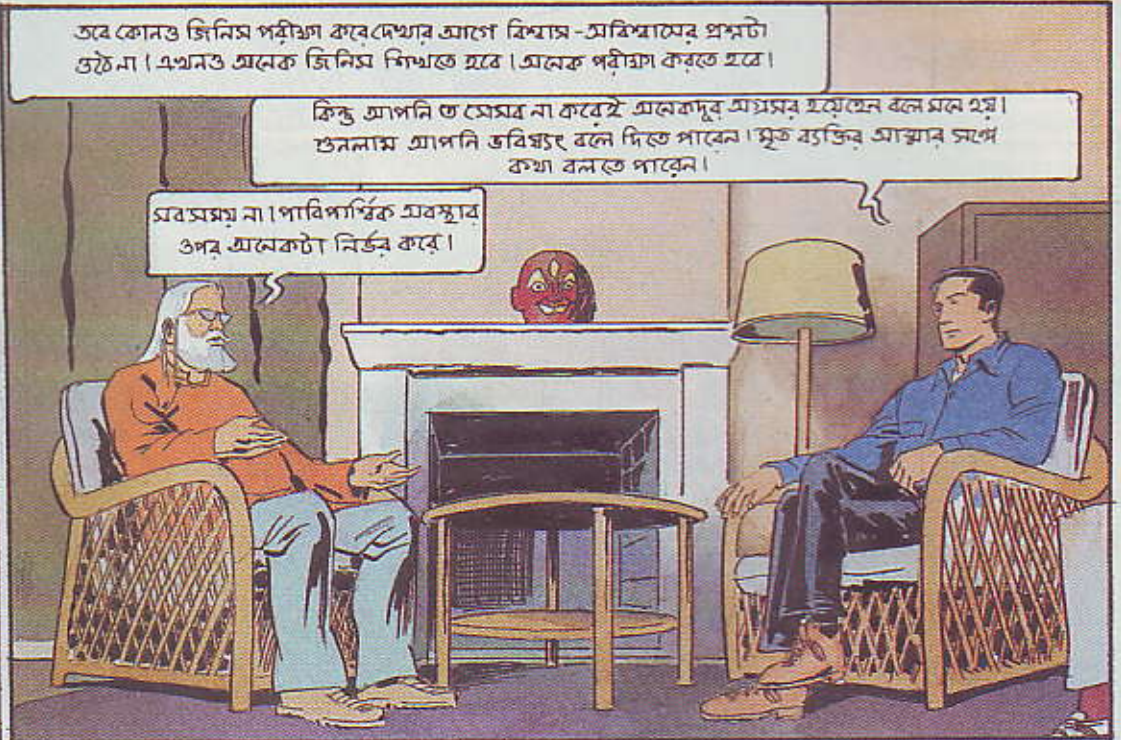
তবে কোনও জিনিস পরীক্ষা করে দেখার আগে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্নটা ওঠে না। এখনও অনেক জিনিস শিখতে হবে। অনেক পরীক্ষা করতে হবে।
কিন্তু আপনি ত সেসব না করেই অনেকদূর অগ্রসর হয়েছেন বলে মনে হয়। শুনলাম আপনি ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারেন। মৃত ব্যক্তির আত্মার সঙ্গে কথা বলতে পারেন।
সবসময় না। পারিপার্শ্বিক অবস্থার ওপর অনেকটা নির্ভর করে।

কিছু জিনিস খুব সহজে বলে দেওয়া যায়। যেমন ওই ভদ্রলোকটি কোনও কারণে অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় ভুগছেন।
ঠিক। ওকে একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি মৃত্যুভয় দেখাচ্ছেন। সেটা কে বলতে পারেন?
!?
এজেন্ট।
এজেন্ট?
হ্যাঁ, এজেন্ট। মানুষ অন্যায় করলে তার শাস্তি হবেই। অনেক সময় ভগবান নিজেই শাস্তি দেন; আবার অনেক সময় তাঁর এজেন্টরা এই কাজটা করে।
দ্যাট ইজ অল। আমি আর শুনতে চাই না।
আমি জোর করে কাউকে কিছু শোনাই না। ইনি জিজ্ঞেস করলেন তাই বললাম। স্বেচ্ছায় লব্ধ জ্ঞান ছাড়া অন্য কোনও জ্ঞানের কোনও মূল্য নেই। তবে একটা কথা - বাঁচতে হলে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।
কাইন্ডলি এক্সকিউজ মি।
এর বেশি কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।
আপনাদের সঙ্গে ত মিঃ শেলভাঙ্কারের আলাপ হয়েছিল।
বড় দুঃখের ব্যাপার। আমি ওকে সতর্ক করে দিয়েছিলাম যে, ওর সময়টা ভাল যাচ্ছে না।
অবিশ্যি অকস্মাৎ মৃত্যুর ব্যাপারেত কারও কোনও হাত নেই। দোরোম পোরো-বিংচিতেত বলেইছে - হ্রেম দোরশোং দেরেজি সিংচিয়াম ওম পিরিয়ান হোতোবিবিরিচিয়াং।

পাওয়ার গেছে। বেয়ারাকে মোমবাতি দিতে বলি।

মিঃ শেলডাক্কারের মৃত্যু কি সত্যি আকস্মিকভাবে হয়েছিল বলে আপনার বিশ্বাস ?
এ কথার উত্তর ত শুধু একজনই দিতে পারে।

কে ?
যে মৃত - একমাত্র সে-ই সর্বজ্ঞ। তারই কাছে অজানা কিছু নেই।

ওই যে জানলা… জানলা দিয়ে আমরা দূরের পাহাড়, আকাশ দেখতে পাচ্ছি। পাহাড়ের গায়ে গাছপালা, বাড়িঘর সব দেখতে পাচ্ছি - এসব হল অবান্তর জিনিস- নির্ভেজাল জ্ঞানের পথে এসব দৃশ্যবস্তু বাধাস্বরূপ।

অথচ জানলা বন্ধ করে দিলে থাকে অন্ধকার। জীবন হল আলো, আর জানলা দিয়ে দেখা দৃশ্য। আর মৃত্যু হল বন্ধ জানলার ফলে যে অন্ধকার, সেই অন্ধকার। এই অন্ধকারের ফলে আমাদের অন্তর্দৃষ্টি খুলে যায়। মৃত্যুই হল অন্ধকারের চরম অবস্থা।

তা হলে আপনার মতে শেলডাক্কারই জানেন তাঁর মৃত্যু কীভাবে হয়েছিল ?

মৃত্যুর মুহূর্তটিতে হয়ত জানত না- কিন্তু এখন নিশ্চয়ই জানে।
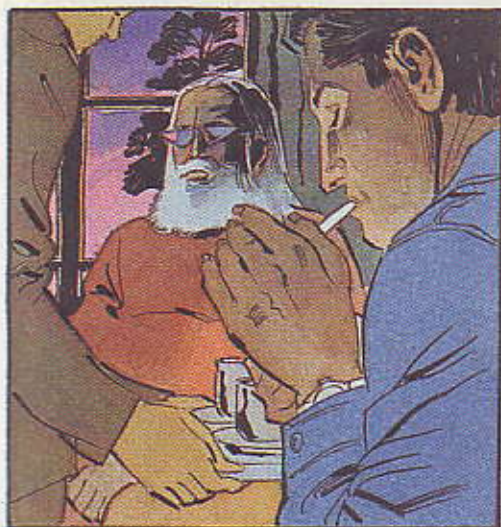
মিঃ শেলডান্স্কারের মতটা জানতে পারলে মন্দ হত না।
পরদাগুলো টেনে দাও।
তোমাদের হাতগুলো উপুড় করে টেবিলের ওপর রাখো। প্রত্যেকের হাত তার দু'পাশের লোকের হাতের সঙ্গে ঠেকে থাকা চাই।
আর একদৃষ্টে মোমবাতির শিখার দিকে চেয়ে শেল-ডান্স্কারের মৃত্যুর কথা চিন্তা করো।
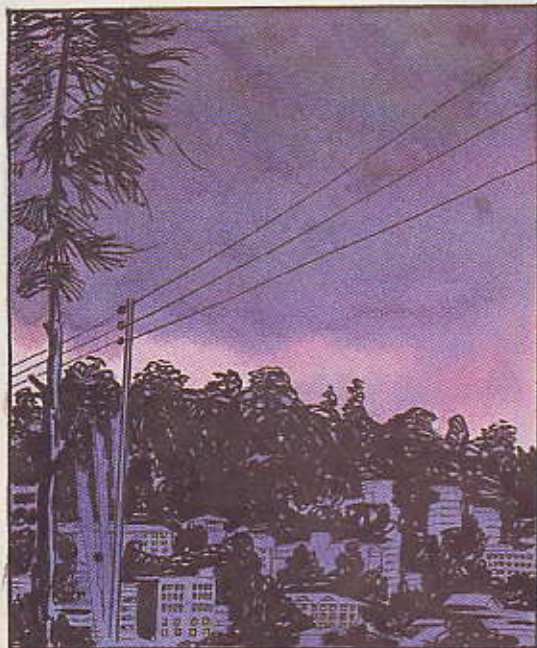
হোয়াটডু ইউ ওয়ান্ট
টু নো?

শেলডাঙ্গার কি
অ্যাক্সিডেন্টে মরেছিলেন?

.... নো।

তা হলে কীভাবে
মরেছিলেন তিনি?

মার্ডার !!

মা-হা-ডা-র!

কে খুন করেছিল
বলা সম্ভব কি ??

বীরেন্দ্র।

দু?

এ গ্লাস অব ওয়াটার প্লিজ।

বীরেন্দ্র যে কে সেটা বোধহয় জানার কোনও সম্ভাবনা নেই।?
বীরেন্দ্র মিঃ শেল-ভেল্কারের ছেলের নাম। আমাকে বীরেন্দ্রর কথা বলেছেন তিনি। একবার নয় অনেকবার।
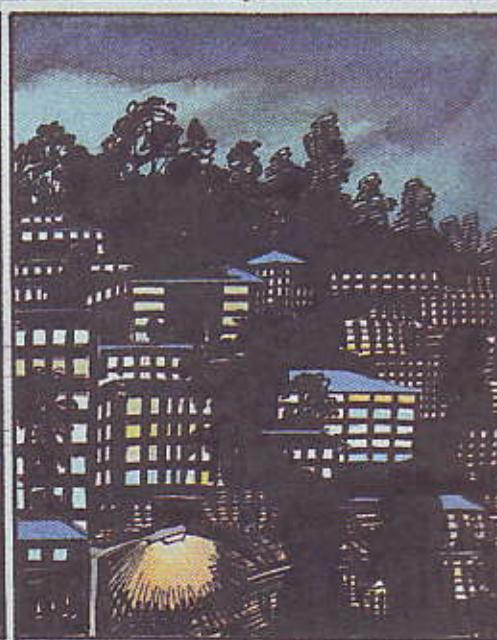
আপনাকে খুব নার্ভাস লোক বলে মনে হচ্ছে। যাকগে, মনে হয় আপনার ফাঁড়া কেটে গেছে।

হেঁ হেঁ

আপনি ক'দিন আছেন?
কাল দিনটা ভাল থাকলে পেমিয়াংচি যাওয়ার ইচ্ছে আছে। ওখানকার মনাস্টেরিতে অনেক পুঁথিপত্র আছে শুনেছি।

আপনি কি তিব্বত নিয়ে পড়াশোনা করছেন?
প্রাচীন সভ্যতা বলতে ত ওই একটি বাকি আছে। মিশর, ইরাক, মেসোপটেমিয়া — এসব ত বহুকাল আগেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

ভারতবর্ষে সবই পাঁচমেশালি। সৌভাগ্যক্রমে এই সিকিমের মঠগুলোতে সেই পুরনো সভ্যতার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়।

আপনারাও এসে পড়ুন না পেমিয়াংচি।

ঠিক কালই যেতে পারব না। আপনি ত কয়েকদিন থাকবেন ওখানে?

অন্তত দিন চারেক থাকার ইচ্ছে আছে।

তা হলে হয়ত দেখা হতে পারে।

কিন্তু গুণী লোকও ত থাকতে পারে। এঁর কথাবার্তার স্টাইলই আলাদা… মার্ডারের কথা যে বললে সেটাও আপনার বিশ্বাস হয় না?

হয়।

কেন বলুন ত?

কারণ আছে।

সময় নষ্ট করে লাভ নেই। কিন্তু ক্যালকুলেশান আছে মেরে ফেলি গো। তুই একটু ঘুরে আয়। আয় আধঘন্টা আনডিসটার্বড কাজ করতে চাই।

আধঘন্টা হয়ে গেছে ফেলুদা।
সাসপেক্টের তালিকাটা আপ-টু-ডেট করে ফেললাম।

বীরেন্দ্র যে সাসপেক্ট সেটা তো আগেই জানতাম, শুধু নামটা জানা ছিল না। ডঃ বৈদ্যও কি সাসপেক্ট?
লোকটা ভেলকি দেখিয়েছে ভালই।

বৈদ্যর শেলভাঙ্কারের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। শেলভাঙ্কার ওকে কী বলেছিল না-বলেছিল সেটা না-জানা অবধি বৈদ্য গুপ্ত-বৈদ্য না খাঁটি-বৈদ্য জানা যাবে না।

কিন্তু নিশিকান্তবাবুর ব্যাপারটা যে বলে দিল।
নিশিকান্ত যে নার্ভাস লোক সেটা বুঝতে অলৌকিক ক্ষমতার দরকার হয় না।

আর মার্ডার?
মার্ডার না বলে স্বাভাবিক মৃত্যু বললে নাটক জমে না। লোকটা এমনে-শিয়ালি নাটুকে। অনেক গুনী লোকই নাটুকে হয়। লোককে চমকে দিতে ভালবাসে।

তা হলে সাসপেক্ট কাকে কাকে বলতে হয়?
যথারীতি সকলকেই।

ডঃ বৈদ্যও?
হোয়াই নট? মূর্তির কথাটা ভুলিস না।

হেলমুট?... রাস্তায় একটু আগে আমার পাশ দিয়ে চলে গেল, আমায় দেখতেই পেল না।
হেলমুটও যে রহস্যময় চরিত্র সেটা আগেই বুঝেছি

ও বলছে প্রোফেশনাল ফোটোগ্রাফার। সিকিম সম্বন্ধে একটা ছবির বই করছে। অথচ রুমটেকে যে এত বড় একটা উৎসব হচ্ছে, সে খবরটা সে জানত না। এখানেই ও খটকার কারন রয়েছে।
তার মানে কী হতে পারে?

তার মানে এই যে, ওর এখানে থেকে যাওয়ার অন্য কোনও কারন রয়েছে যেটা ও আমাদের কাছে প্রকাশ করছে না।

গুড নাইট।
গুড নাইট।
13
ঠক ঠক
মন বসছে না।

হাউ হাউ

আউ
আউ

হাউ হাউ

হকিব
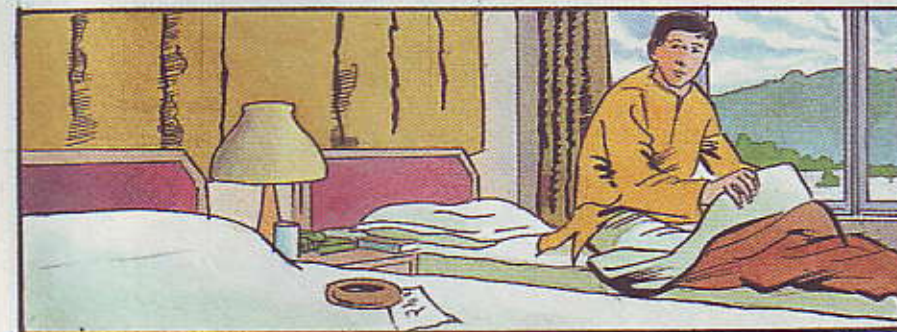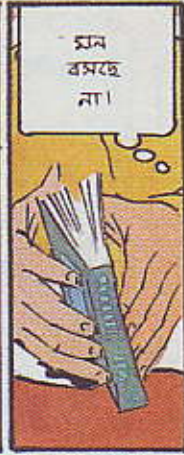
হুঁ.. হুঁ আমারও তাই মনে হয়।
কী ব্যাপার?
শশধরবাবু বম্বেতে নেই। আজ ভোরেই বেরিয়ে পড়েছেন। বোধহয় এখানেই আসছেন। আমার আগের টেলিগ্রামটাতে কাজ দিয়েছে হয়ত।
আজ একটা এক্সপেরিমেন্ট করব। মনে হচ্ছে একটা ব্যাপারে একটু ছেলেমানুষি করে ফেলেছি। সেটা সত্যি কিনা পরীক্ষা করে দেখতে হবে।
নিরিবিলি একটা রাস্তা চাই। লোকে দেখে ফেললে ভাববে পাগল। একবার নাথুলা রোডের দিকটায় গিয়ে দেখতে হবে।
কোথায় চললেন আপনারা?
শহরটা দেখাই হয়নি। ভাবছিলাম একটু ওপর দিকটায় যাব – প্যালেসের ওদিকে।
আমি যাচ্ছি গাড়ির সন্ধানে। আজ দিনটা ভাল। এ গুড ডে টু মেক দ্যাট ট্রিপ টু পেমিয়াংচি।
আমি থাকতে থাকতে চলে আসুন একবার। গ্যাংটক জায়গাটা খুব সুবিধের না। বিশেষ করে আপনার জন্যে নিরাপদ নয় মোটেই।
হঠাৎ ও কথাটা বললেন কেন?
তুখোড় আছেন বাবাজি। আমি যেমন ওকে সন্দেহ করছি ও-ও তেমনি আমাকে সন্দেহ করছে।
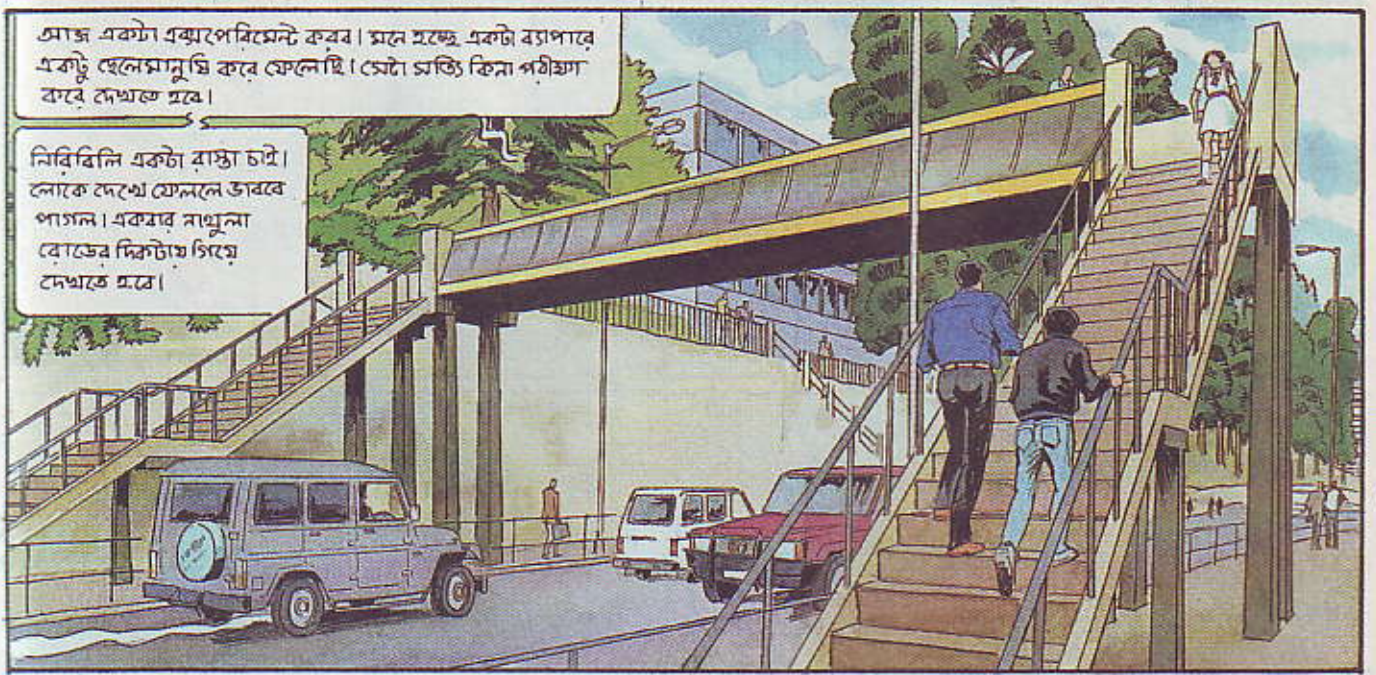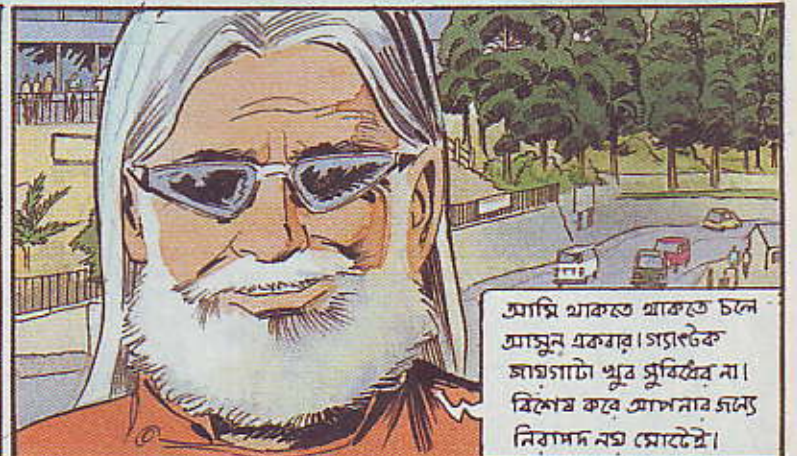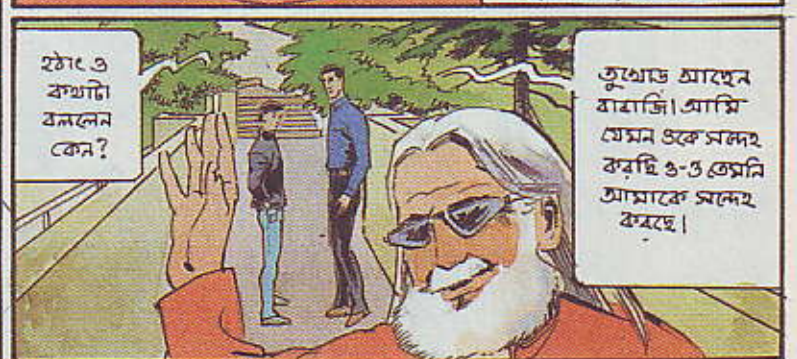
হয়ত বুঝে ফেলেছে যে, আমি একটা গোলমালে জড়িয়ে পড়ছি।
তোমাকে ত সত্যিই হুমকি দিয়ে লিখেছে। খাটের ওপর কাগজটা দেখলাম যে।

এটা কি নতুন জিনিস হল?
তা অবিশ্যি নয়।

ওরে! তোর যদি ধারণা হয়ে থাকে যে, ওই একটা তিব্বতি কথার জন্য আমি তদন্ত বন্ধ করে দেব, তা হলে তুই ফেলুমিত্তিরকে এখনও চিনিসনি।

এদিকটায় লোকজন খুব কম।

প্যালেসের গেট। কিছু টুরিস্ট এসেছে।

লক্ষণ ভালই। এসো।

NATHULA
5/KM
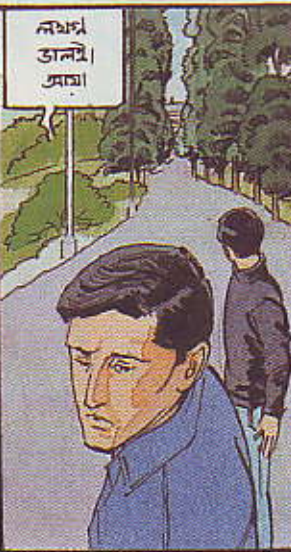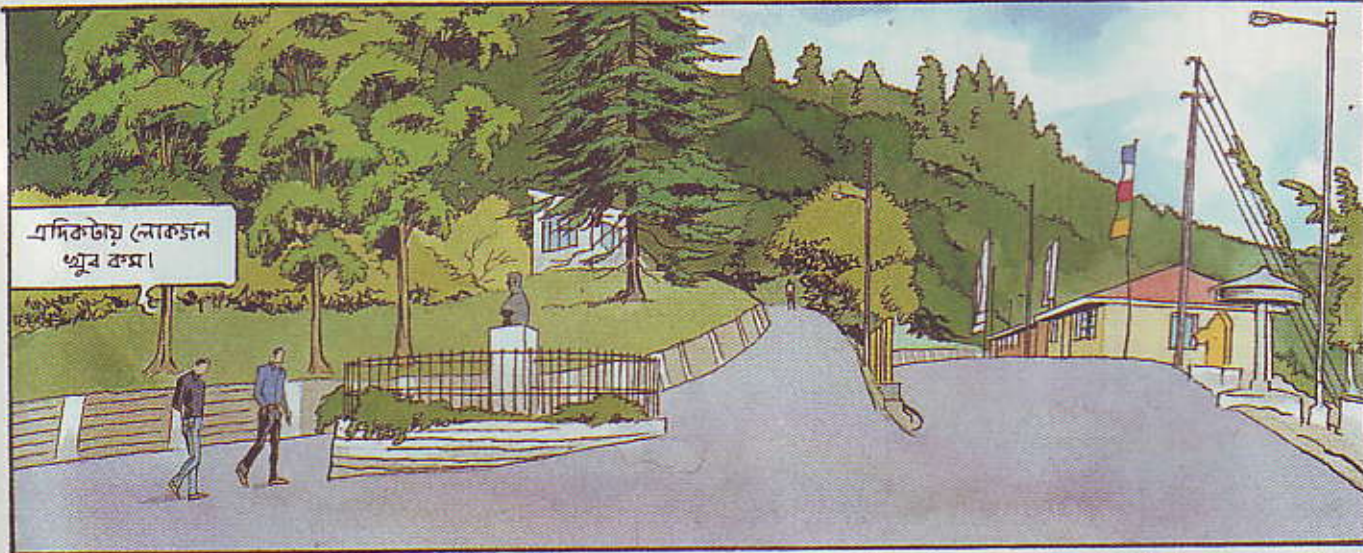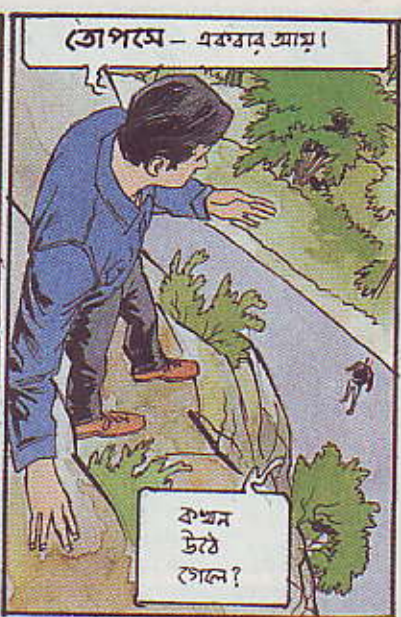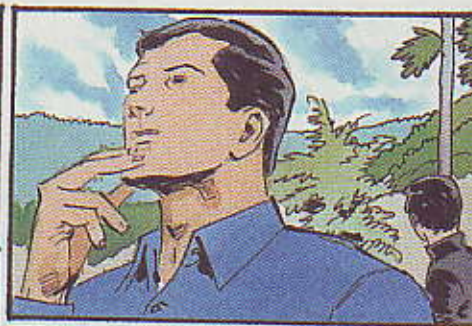
এই রাস্তাটা বর্ডারে চলে গেছে না?
হ্যাঁ।
রোপওয়ে।
তোপসে – একবার আয়।
কখন উঠে গেলে?
এই পাথরটার পাশে দাঁড়া আমি যাচ্ছি নীচে। ওদিক থেকে এদিক হেঁটে যাব। যখন বলব তখন পাথরটা ঠেলে গড়িয়ে দিবি।
এরকম বাধ্য অ্যাসিস্টেন্ট কোনও গোয়েন্দা কখনও পেয়েছে বলে আমার মনে হয় না।
রেডি?
রেডি।
গো।
ঠক
এবার তুই নীচে যা। আমার মতো হাঁটবি। হাঁটা থামাবি না। যদি দেখিস পাথর তোর দিকে তাগ করে আসছে, তুই লাফিয়ে পাশ কাটাতে পারবি তো?
জলের মতো সহজ...

ঠক
কী মূর্খ আমি। কী মূর্খ। এই সহজ...
?!

ধুপ

ঢুপ
ঠক

থ্যাঙ্কস তোপসে।

কাউকে দেখতে পেয়েছিলি?
না। অনেক উঁচু থেকেই পাথরটা এসেছিল। আমি যখন দেখলাম তখনই ভেলোসিটি অনেক।

আর ঢিলেঢালা নয়! একটা কুইক এসপার-ওসপার হওয়া দরকার।
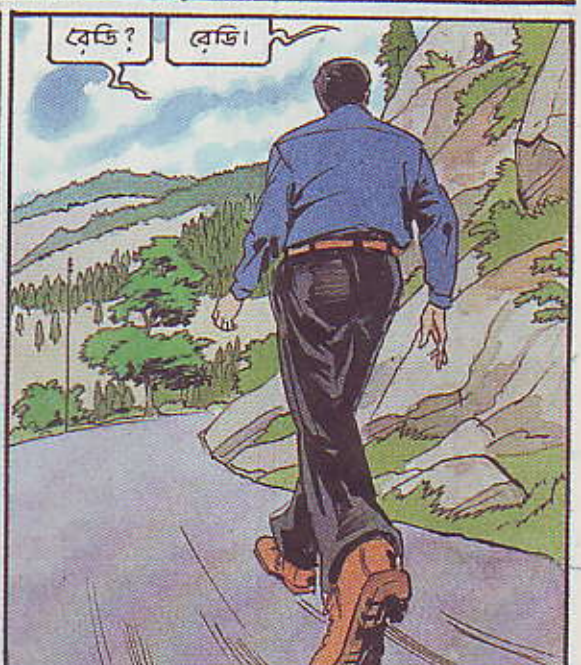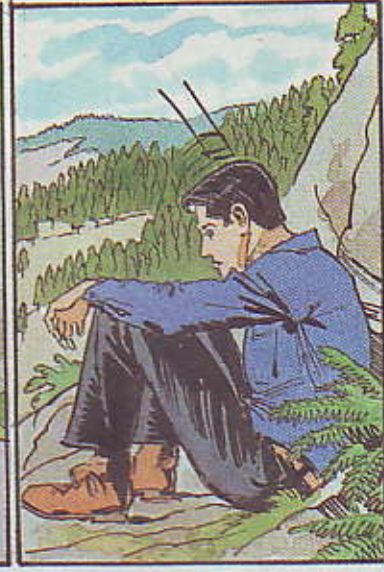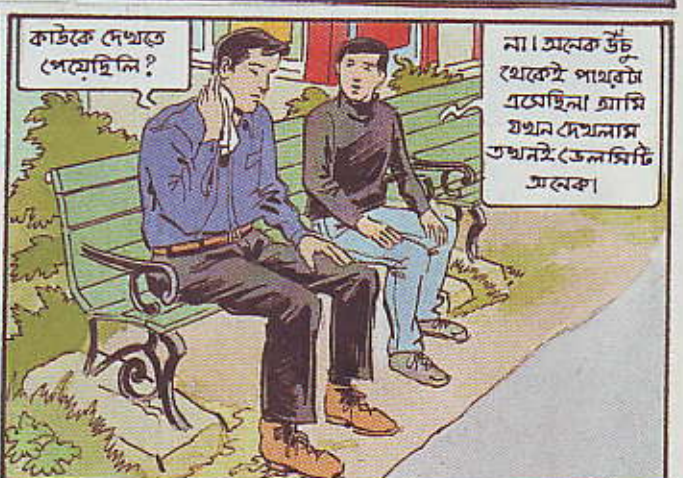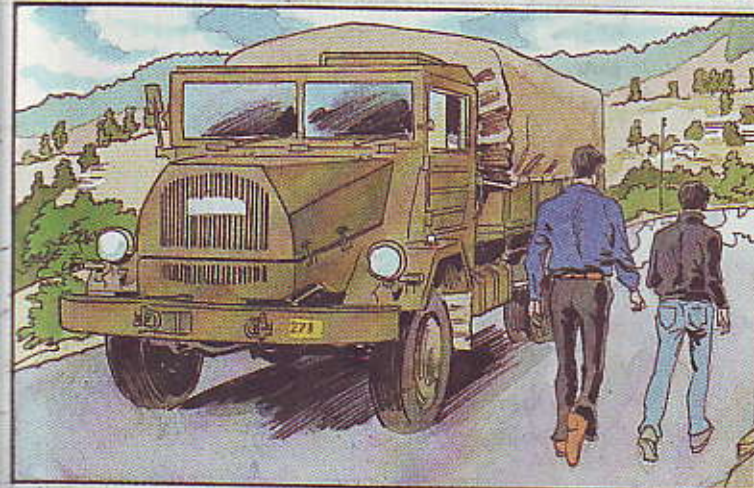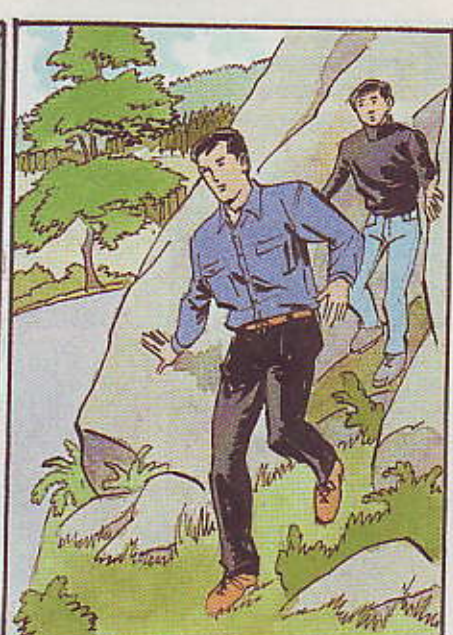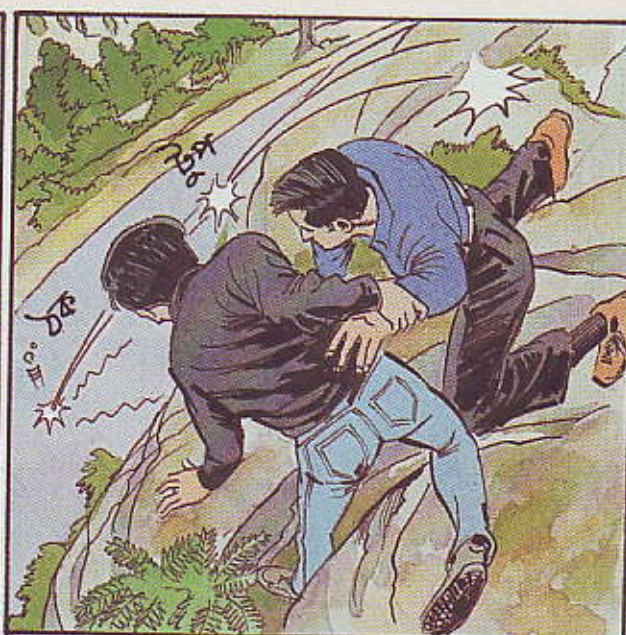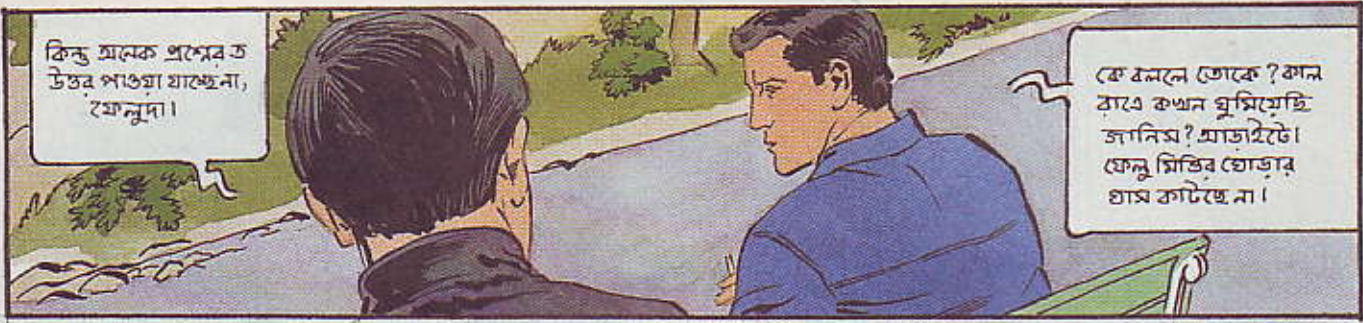
কিন্তু অনেক প্রশ্নের ত উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না, ফেলুদা।
কে বললে তোকে? কাল রাতে কখন ঘুমিয়েছি জানিস? আড়াইটে। ফেলু মিত্তির ঘোড়ার ঘাস কাটছে না।

এক্সপেরিমেন্ট সাকসেসফুল। পাথর এসে গাড়িতে পড়েনি। ওয়ান ইন এ মিলিয়ন চান্সের ওপর নির্ভর করে কেউ খুন করে না। প্ল্যানটা ছিল অন্য, কিন্তু সেটাকে অ্যাকসিডেন্টের চেহারা দেওয়ার জন্য পাথরটা ফেলা হয়েছিল।
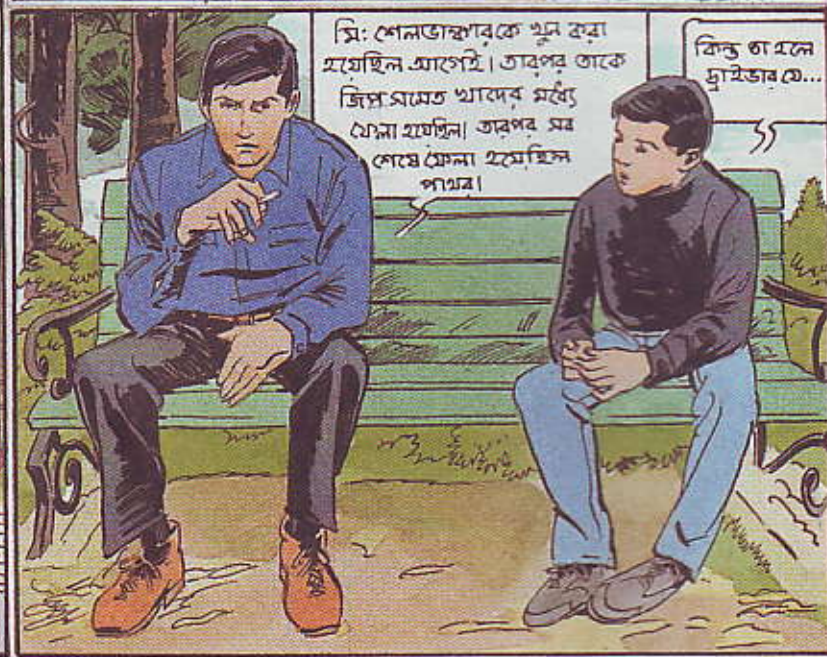
মি: শেলভাঙ্কারকে খুন করা হয়েছিল আগেই। তারপর তাকে জিপ সমেত খাদের মধ্যে ফেলা হয়েছিল। তারপর সব শেষে ফেলা হয়েছিল পাথর।
কিন্তু তা হলে ড্রাইভার যে...

ড্রাইভারকে হাত করা হয়েছিল। এ বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই। কারণ এ ছাড়া জিনিসটা সম্ভব নয়।

কিংবা ড্রাইভার নিজেই খুন করতে পারে।
না। কেউ টাকার জিনিস কিনে লোককে বলে বেড়ায় না। ড্রাইভারের পক্ষে মূর্তিটার কথা জানার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা ছিল বলে মনে হয় না।

এখন আমাদের টার্গেট হচ্ছে SKM 04463!

SKM 04463 কাল রাতে শিলিগুড়ি চলে গেছে।
জিপটা নতুন বলে সকলেরই ওটার ওপর চোখ। তাই আর বসে থাকে না।
তা হলে আমরা কী করব?
দাঁড়া একটু ভাবতে দে।
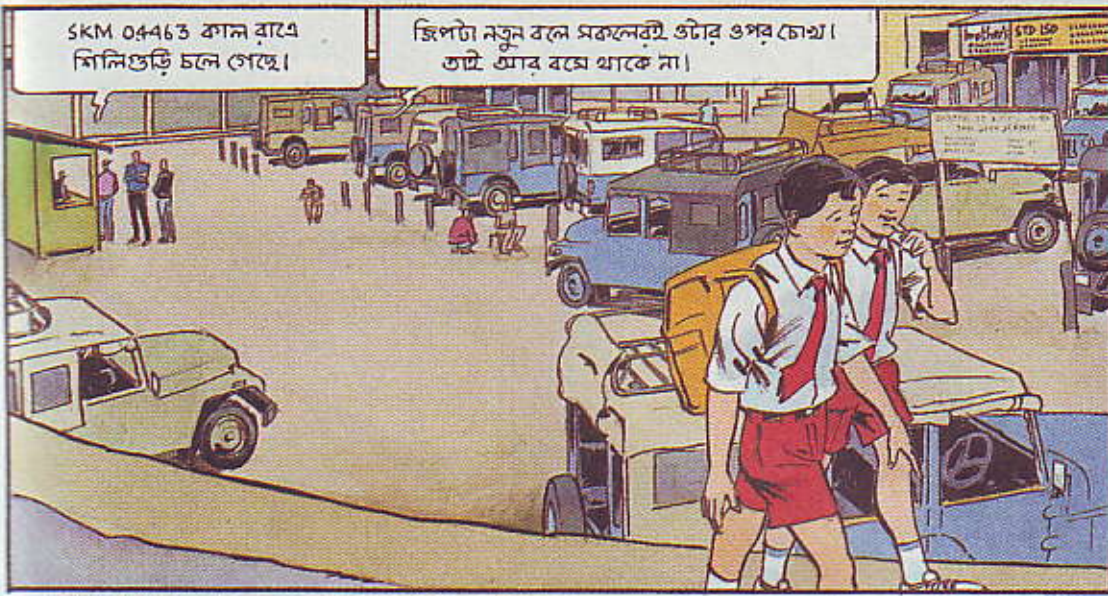
Snow VIEW
কবে পৌঁছেছি আমরা এখানে?
চোদ্দই এপ্রিল। সেদিন ছিল পয়লা বৈশাখ।
TEA
SNACKS
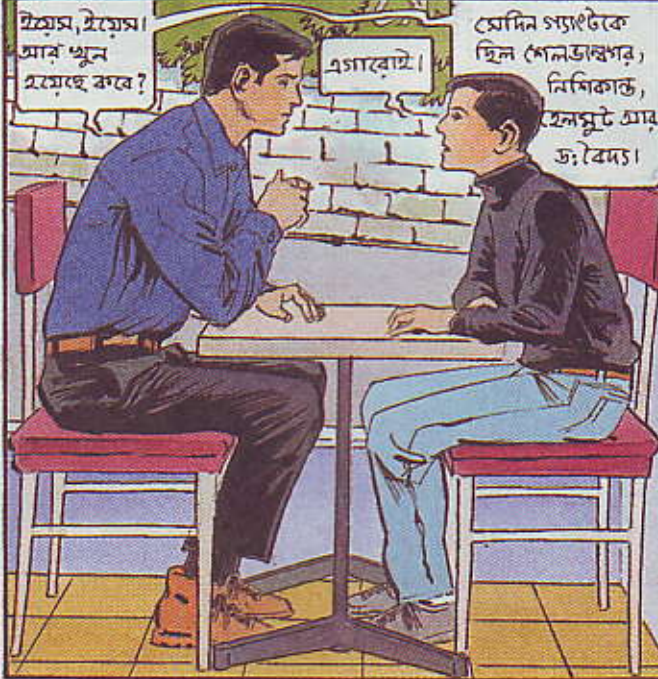
ইয়েস, ইয়েস। আর খুন হয়েছে কবে?
এগারোই।
সেদিন গ্যাংটকে ছিল শেলডাঙ্কার, নিশিকান্ত, হেলমুট আর ডঃ বৈদ্য।

আর বীরেন্দ্র?

ধরে নিচ্ছি বীরেন্দ্রও ছিল। ধরে নিচ্ছি প্রাইটৌফার ভুল করেনি। আচ্ছা, নিশিকান্তবাবুর জানলা দিয়ে কবে কাগজ ফেলল?
যেদিন আমরা এসেছি, সেদিন রাতে।

চোদ্দই রাতে। গুড। সে-সময় কে-কে ছিল?
হেলমুট, শশধরবাবু, বীরেন্দ্র, আর, আর...

নিশিকান্তবাবু।
নিশিকান্তবাবু ত থাকবেই।

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

গ্যাংটকে গণ্ডগোল (শেষ অংশ) কাহিনী: সত্যজিৎ রায় ছবি: অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়

এরকম সুযোগও কমই পাওয়া যায়।
তুমি ছবিগুলো তোলার পর কী করলে ?
গ্যাংটকে ফিরে এলাম। হেঁটেই গিয়েছিলাম — হেঁটেই ফিরলাম। অ্যাক্সিডেন্টের জায়গায় পৌঁছনোর আগেই শেলভান্কারকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।
গ্যাংটক ঢুকতেই অ্যাক্সিডেন্টের খবর পাই আর সোজা হাসপাতালে চলে যাই। আমি যাওয়ার পরেও ঘন্টা দু-এক বেঁচে ছিল।
তোমার ছবি তোলার ব্যাপারটা তুমি কাউকে বলোনি ?
বলে কী লাভ ? যতক্ষণ না সে-ছবি প্রিন্ট হয়ে আসছে ততক্ষণ ত সেটাকে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যায় না। শুধু আমি জানি যে, এটা অ্যাক্সিডেন্ট নয়, খুন।
আরও কাছ থেকে তুললে খুনির চেহারাটা বোঝা যেত।
ওই লাল পোশাক পরা লোকটা কি তা হলে বীরেন্দ্র ?
ইমপসিব্‌ল্‌!
মানে ? তুমি অত শিওর হচ্ছ কী করে ?
কারণ আমিই
বীরেন্দ্র শেলভান্কার।
?
?!!

যখন ভারতবর্ষ ছেড়ে জার্মানি গিয়ে সেট্‌ল করি তখন বীরেন্দ্র নামটা ছেড়ে হেলমুট নামটা নিই আর মায়ের পদবিটা।

কাঠমন্ডুতে গিয়ে একটা মনাস্টেরিতে ছিলাম। যখন দেখলাম সেখানেও পেছনে টিকটিকি ঘুরছে তখন সিকিমে চলে এলাম।

তোমাকে ফিরে পেয়ে তোমার বাবা খুশি হননি।?

আমি এ-ব্যাপারে তোমার সঙ্গে একমত।

ও ত জানে না আমিই বীরেন্দ্র, তাই ফস করে আমার নামটাই করে দিল। আর সেই মুহূর্তেই লোকটা সম্বন্ধে আমার ধারনা পাল্টে গেল।

সেদিন শেলভাঙ্কার কি একাই যায় ওম্যাগ দেখতে ?
আমি আগেই বেরিয়ে পড়ি। বৈদ্য গাড়িতে উঠে থাকতে পারে। সন্দেহ বাতিকটা বাবার একেবারেই ছিল না। এমনিতে অত্যন্ত সরল প্রকৃতির মানুষ ছিল।

আমাদের সঙ্গে পেমিংয়াচি যাবে ?
বাবাকে যে খুন করেছে তার হাতে হাতকড়া পরানোর জন্য আমি যে কোনও জায়গায় যেতে প্রস্তুত।

এখান থেকে দেড়শো কিলোমিটার.. মানে ছ'-সাত ঘন্টা ...
রাস্তা খারাপ না হলে আরও তাড়াতাড়ি পৌঁছনো যেতে পারে। আমার মতে আজই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেরিয়ে পড়া উচিত।
আমারও তাই মত। আমি জিপের ব্যবস্থা দেখছি।

আমি ওখানকার ডাকবাংলোর বুকিংটা সেরে রাখছি। বাই দ্য ওয়ে....
লোকটা যে-পরিমাণে ডেঞ্জারাস, ওর কাছে বন্দুক-টন্দুক থাকা কিছুই আশ্চর্য নয়। এ-দিকে আমার কাছে গান বলতে ফ্ল্যাশ-গান। তোমাদের কাছে....
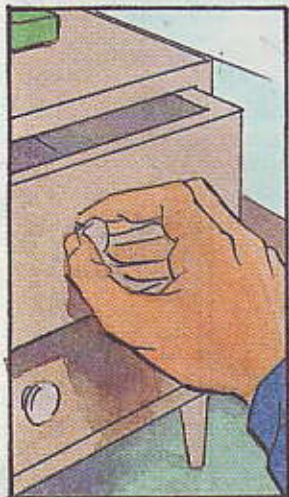
আর এই যে আমার কার্ড।
Pradosh C. Mitter
PRIVATE INVESTIGATOR
21 Rajani Sen Road Calcutta 700 026
Phone 466-

সব জিপ আমেরিকান টুরিস্টরা নিয়ে সারাদিনের জন্য রুমটেক চলে গেছে। যা আছে অন্য রুটের।
তা হলে?
কাল সকালের জন্য বুক করি।
পেয়িয়াংচি!?
নুন আর তামাকপাতা। এক ঘষাতেই জোঁক বাবাজিরা খসে পড়বেন। চারটে নিয়ে নিয়েছি।
EW
দু'দিন বাদেই বুদ্ধ পূর্ণিমা—এখানে উৎসব হবে।
সে উৎসব কি দেখতে পাব আমরা!?
জানি না। তবে তার চেয়েও বড় পুণ্য কাজ হবে যদি আমরা শেলডান্ধাক্সের হত্যাকারীকে কব্জা করতে পারি।
বৃষ্টিতে রিউশিং-এর রাস্তা খারাপ থাকায় একটু দূর হলেও নামারাজার দিয়ে যাওয়া ঠিক হল। হোটেল থেকে খাবার নিয়ে নিয়েছি।
তোমার নাম কীভাই?
থোন্ডুপ।
তিব্বতি নাম।

শেষে এই জুতো পরাই ঠিক হল ?
জোঁক যদি পায়ের পেছনদিকে ধরে তা হলে ত দেখতে পাব না। নুনের থলি কোন কাজটা দেবে ? তার চেয়ে এই গামবুটই ভাল — সেন্ট পারসেন্ট সেফ সাইড।
যদি গাছ থেকে মাথায় পড়ে?

ম্যাক- মানে ম্যাক্সিমাম জোঁকের টাইম এটা নয়। সেটা আরও পরে, জুলাই অগাস্টে। এখন বাবাজিরা সব মাটিতেই থাকেন।
এখনও ত জানেন না আমরা খুনির সন্ধানে চলেছি... গোলাগুলি চললে ওঁর যে কী হবে তা জানি না।

সিংথাম।
এ জায়গাটা গ্যাংটক আসার সময়েও পড়েছিল না, ফেলুদা ?

?
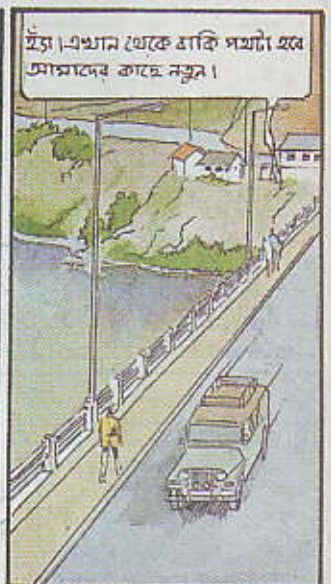
হুঁ। এখান থেকে বাকি পথটা হবে আমাদের কাছে নতুন।

মনে হচ্ছে বিহারের কোনও পাহাড়ে জায়গা।..কী শুকনো।
প্যাঁ

প্যাঁ - প্যাঁ - অ্যাঁ - অ্যাঁ - অ্যাঁ
ও গাড়ির এত তাড়া কিসের ?
হর্ন দিক ও। ওকে এগোতে দিলে আমাদের ধুলো খেতে হবে।

প্যাঁ-প্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ
আরে, এ যে সেই ভদ্রলোক!
জারা রোক দিজিয়ে থোন্ডুপজি-পেছনে চেনা লোক।
আপনারা ত আচ্ছা লোক মশাই।
সিংথামে এত চেঁচালাম আর শুনতেই পেলেন না।
আরে আপনি আসছেন জানলে কি আর আপনাকে ছেড়ে আসি?
তা আপনি যেরকম টেলিগ্রাম করলেন... কিন্তু ব্যাপার কী? এই বললেন সন্দেহজনক ব্যাপার, আর সেসব ছেড়েছুড়ে এখন এদিকে কোথায় চলেছেন?
সব বলছি। আমাদের এটায় বসতে অসুবিধে হবে আপনার?
ধুলো খাওয়া থেকে বাঁচতে হলে আর উপায় কী?
তোপসে, সামনে চলে আয়।
চলিয়ে, থোন্ডুপজি।

বাট হু ইজ দিস ডঃ বৈদ্য? শুনেই ত ভণ্ড বলে মনে হচ্ছে। আপনাদের বোঝা উচিত ছিল। ওকে এইভাবে পেমিয়াংচি পালাতে দিলেন? সত্যি আপনাদের থেকে।....
হেলমুটের আসল পরিচয়টা পাওয়াতেই সন্দেহটা ওর ওপর গেল।
SK 12 43
GANGTOK

আরে সে কি আজকের কথা মশাই? তাছাড়া জার্মান বলে জানতুমও না। বিদেশি এইটুকু শুনেছি। তাই বোস বৈদ্য ব্যাটা সেখান থেকে সটকে পড়েনি। না হলে এতখানি পথ যাওয়াটাই বৃথা হত।

আপনিও ত একবারও বলেননি শেলভাঙ্কারের প্রথম স্ত্রী জার্মান ছিলেন।

ঘাবড়াচ্ছেন না ত?
বিপদ যাই আসুক না কেন মশাই, একদিকে প্রদোষবাবু আর একদিকে জার্মান ধীরেনবাবুকে ডরবার কোনও কারণ দেখছি না।

রঙ্গিত ... অসাধারণ!!

হিমালয়!

এবার আপহিল টু পেমিয়াংচি এ্যাট টু থাউজ্যান্ড মিটার।

কাল ১৮ই এপ্রিল, বুদ্ধ পূর্ণিমা। তারই তোড়জোড় চলছে।

১৮ই এপ্রিল... তার মানে পাঁচই বৈশাখ.. পাঁচই বৈশাখ....

গ র র র র

গেজিং থেকে পেমিয়াংচি পাঁচ কিলোমিটার।

রাস্তার যা অবস্থা... এদিকে বৃষ্টিটা হয়েছে বেশি।

SK 12 13
GANTOK

ঠকাং
উরেশ্শা

বার্চ - বিলেতে
খুব দেখা যায়।

বেশ থ্রি - মানে থ্রিলিং লাগছে।

আউর কোই হ্যায় ইঁহা।?
নেহি সাব....
বাংলা জানি
হ্যায়।

কেউ নেই ? কেউ আসেনি ?
এসেছিল। কাল রাত্রেই চলে গেছেন।
দাড়িওয়ালা চশমা পরা বাবু।

যা বুঝছি - ইমিডিয়েটলি কিছু করার নেই। একটা যাক। অন্তত ডাস প্রান্তের ব্যাপারটা সেরে নেওয়া যাক।

আপনি ডিটেকটিভ হলেও আপনার অনুমান ঠিক কিনা সন্দেহ ছিল। কিন্তু বৈদ্য লোকটা এভাবে পালাতে - এখন আমি কনভিনসড্।
এম. এস এমন একটা দামি জিনিস যাকে তাকে দেখিয়ে ভুল করেছে।

অদ্ভুত জায়গা!

ভদ্রলোক এসেছিলেন ঠিকই... স্ট্রেঞ্জ!

হা আ আ আ

কই মিঃ সরকার — আপনাদের খাবারের বাক্সগুলো খুলুন। মিথ্যে খিদে বাড়িয়ে লাভটা কী?
খাওয়া পরে হবে!
?
কী ব্যাপার?
?
ঘাটশিলায় আমার এক বন্ধু রয়েছে। আপনি এখানে আসার আগে ত ঘাটশিলায় গিয়েছিলেন — তাই না শশধরবাবু?
হ্যাঁ — এক ভাগনের বিয়ে ছিল।

আপনি ত হিন্দু?
তার মানে?
নাকি বৌদ্ধ — না খ্রিস্টান — না ব্রাহ্ম — না মুসলমান?
হোয়াট ডু ইউ মিন?
বলুন না।
হিন্দু - নড়াচড়েনি।
হুঁ।
আপনি আমাদের সঙ্গে প্লেনে এলেন। তখন সবে ঘাটশিলা থেকে বিয়ে সেরে ফিরেছেন, তাই না?
আপনার কথার কোনও মাথামুণ্ডু আমি বুঝতে পারছি না। ঘাটশিলার বিয়ের সঙ্গে আজকের ঘটনার কী সম্পর্ক!?
সম্পর্ক এই যে, চৈত্র মাসে ত হিন্দুদের বিয়ে হয় না শশধরবাবু। ওটা যে নিষিদ্ধ মাস। ও মাসে কোনও লগ্ন নেই — শাস্ত্রের বারণ।
আপনি সেই চৈত্রমাসেই আপনার ভাগনের বিয়ে দিলেন?
আপনি কী ইমপ্লাই করছেন? কী বলতে চাইছেন আপনি?
ইমপ্লাই করছি অনেককিছু। এক-নম্বর, আপনি মিথ্যেবাদী।
দুই, আপনি বিশ্বাসঘাতক!

মানে?
আমরা জানি শেলভাঙ্কার কোনও একটা কারণে ঘোরে মুষড়ে পড়েছিলেন। সে-কথা তিনি বীরেন্দ্রকে বলেছিলেন। যদিও কারণ বলেননি। অনেক সময় কাছের কোনও লোকের দ্বারা প্রতারিত হলে এ-জিনিসটা হয়।

আমার বিশ্বাস, সে-লোক হলেন আপনি। তিনি ছিলেন সরল, বিশ্বাসী মানুষ। পার্টনার হয়ে আপনার তাঁকে ঠকাবার অনেক সুযোগ ছিল। আপনি সে-সুযোগ নিয়েছিলেন।

কিন্তু তিনি এ ব্যাপারটা জেনে ফেলেন। তারপর থেকেই তাঁকে সরাবার পথ খুঁজছিলেন। বম্বেতে সুবিধে হয়নি। তিনি সিকিম এলেন। আপনার আসার কথা ছিল না, আপনিও এলেন। আপনি মানে ড. বৈদ্য মানে ছদ্মবেশী শশধর বোস।

কী যা-তা বলছেন?

ঠিকই বলছি। বৈদ্য শেলভাঙ্কারের সঙ্গে আলাপ করল... তাঁর বিষয়ে জানা কথাগুলোই তাঁকে বলল। তাঁকে ইম্প্রেস করল। দু'জনে একসঙ্গে গুম্ফায় গেলেন বীরেন্দ্রর খোঁজ করতে

আপনি নিশ্চয়ই গাড়ির ব্যবস্থা করেন... ড্রাইভারকে হাত করেন... পয়সায় কী না হয়! পথে লাঠির বাড়ি মেরে অজ্ঞান করেন। তারপর গাড়ি ফেলা, পাথর ফেলা — এ লাঠির সাহায্যে। হয়ত শেষ মুহূর্তে আপনাকে চিনে ফেলেছিলেন... সেই কারণেই মরবার আগে আপনার নাম করেন।
WELCOME

ননসেন্স! কী আবোল-তাবোল বকছেন! কী প্রমাণ আছে যে, আমি ডঃ বৈদ্য?
আপনার আংটিটা কোথায় গেল শশধরবাবু?
আমার...?
হ্যাঁ, আপনার 'মা' লেখা সোনার আংটি। আঙুলে দাগ রয়েছে। অথচ আংটি নেই।
ও-ওটা আঙুলে টাইট হচ্ছিল, তাই...
মেক আপ চেঞ্জ করে পরতে ভুলে গিয়েছিলেন। তাই না-?
আঙুলে দাগ দেখে সেদিনও খটকা লাগে। কিন্তু কেন বুঝতে পারিনি। কালকে ফেলে গিয়েছিলেন।
বসুন... আরও আছে।
শেলভাঙ্কার খুন হল। ডঃ বৈদ্য তার পরের দিন বললেন কালিম্পং যাচ্ছেন। আসলে বৈদ্য ওরফে শশধর বোস চলে গেলেন কলকাতা। আগেই বলেছিলেন 'অ্যাবরাপ্টিং ফোর্টিস'। যেটা পেয়ে শেলভাঙ্কার বিচলিত হন- কারণ এখানে আসার কথা ছিল না আপনার।
যাই হোক আপনি এলেন। কারণ এই আসাটাই হবে আপনার অ্যালিবাই। এসে শেলভাঙ্কারের মৃত্যুতে আক্ষেপের ভান করে পরেরদিনই বম্বে ফিরছেন বলে গ্যাংটকের আশেপাশে রয়ে গেলেন।
সেদিন সন্ধেয় ডঃ বৈদ্যর বেশে আমাদের ভেলকি দেখালেন। জেনেছিলেন আমি ডিটেকটিভ, তাই সেমিয়ুসংহি রওনা হওয়ার আগে পাথর সরিয়ে আমাকে মারার চেষ্টা করলেন।

এবং আপনিই কমটেকে আমাদের ফলো করে গিয়ে...
হু হু হু হু
বসুন নিশিকান্তবাবু। আর লুকিয়ে লাভ নেই। খুনের জায়গায় গিয়েছিলেন কেন? আর কাকে দেখেছিলেন সেখানে?
!?
মশাই জানতুম না ওই মূর্তিটা এত ভ্যা—মানে ভ্যালুয়েবল, তারপর যখন জানলুম....
তিব্বেটান ইনস্টিটিউটে আপনিই গেছলেন?
হ্যাঁ স্যার – আমিই। চাইতেই অন দ্য স্পট পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে দিলে—তাই গেলুম—ও বলে কিনা ইউ মানে ইউনিক জিনিস তাই মানে....
LCOME TO
ST HOUSE PEMAYANG
DE 2076 Mtr. ABOVE S
ভাবলেন মরা লোকের পকেটে মারতে ক্ষতি কী? বিশেষ করে এককালে সে জিনিসটা যখন আপনারই ছিল!
সেই আর কি।
সেদিন এঁকে দেখেননি?
না স্যর।
আপনি না দেখলেও, ইনি আপনাকে দেখেছিলেন। এবং ভেবেছিলেন আপনিও দেখেছেন। নইলে আর আপনাকে শাসাবেন কেন? মূর্তিটা কোথায়?
মূর্তি!
সে কী... আপনি তা হলে....
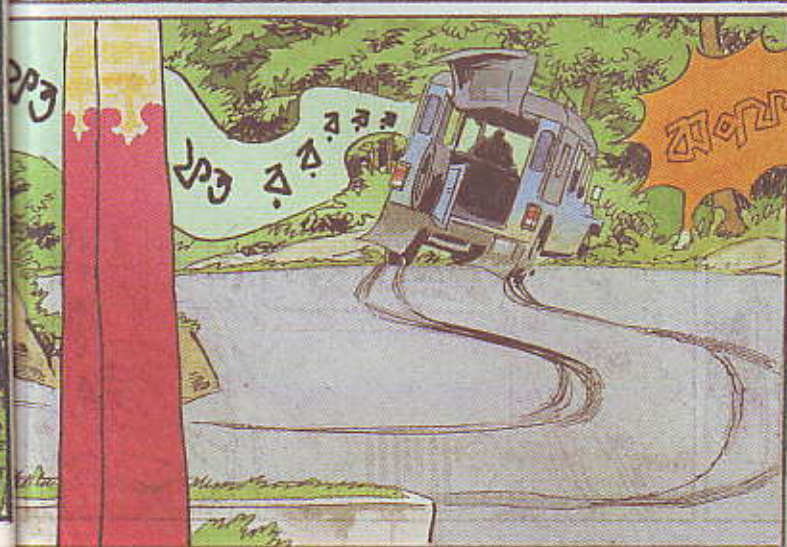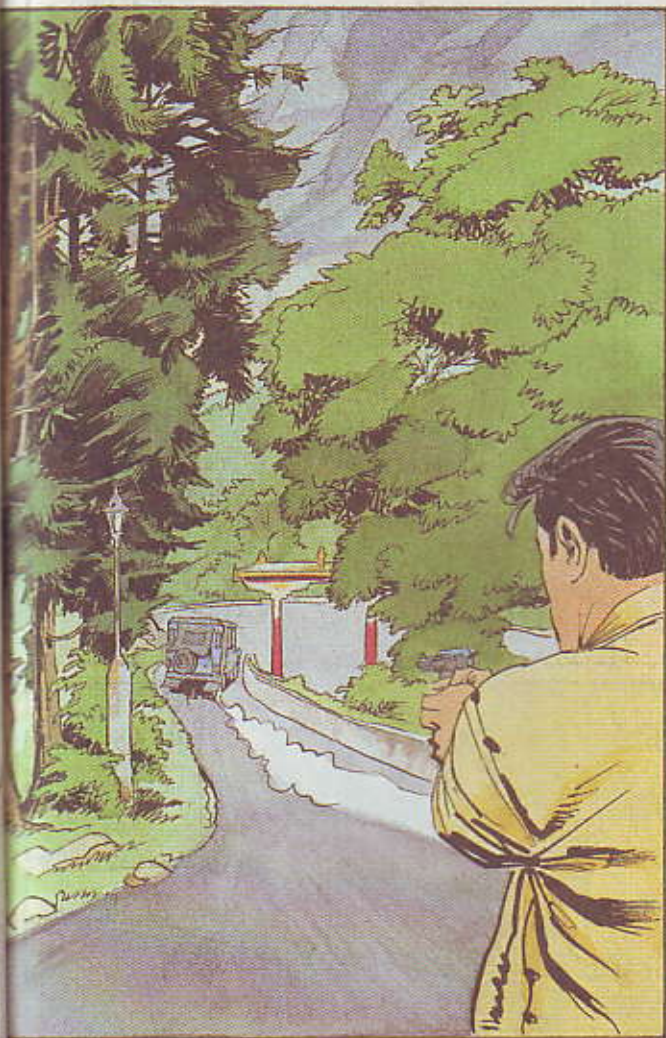
...সরি!
কগাম

ওই দিকে
!
দৌড়ে গিয়ে নুনের
কাঠিগুলো নিয়ে
আয়।

থোন্ডুপ ভাইকে কোথায় পাঠালেন দাদা?
গ্যাংটক থেকে পুলিশ আনতে।
খুনের সময় মূর্তিটার কথা খেয়াল হয়নি। পরের দিন ফিরে গিয়ে সেটা খুঁজে পান।
ওই একই উদ্দেশ্যে নিশিকান্তবাবু ওখানে গিয়েছিলেন। আর সেই থেকেই ওঁকে শাসাতে শুরু করেন-- আর এক্সের ব্যাপারটা কী বলুন ত?
ওখানে লোক আছে। গ্যাংটক থেকে যোগাযোগ আছে।
সেই আমার ফোন ধরে আর আমার টেলিগ্রামের খবরটা আপনাকে জানায়।
আপনিও কিছু কম জান না। নেহাত আপনার ভাগ্য ভাল, তাই যমন্তকটা ফিরে পাননি। পেলে একটা শাস্তির ব্যবস্থা করতে হত।
পানিশমেন্ট ত হয়েছেই স্যার। তিন-তিনখানা জোঁক বেরিয়েছে জুতার ভেতর থেকে। অনেক রক্ত খেয়েছে ব্যাটারা। ফলে বেশ উইক বোধ করছি।
যাই হোক ঠাকুরদাদার সংগ্রহ করা কোনও জিনিস আশা করি ভবিষ্যতে বিক্রি করবেন না। এই নিন আপনার বোতাম
থ্যা — মানে থ্যাঙ্কস্!